সূচিপত্র

একজন মুসলিমের কতটুকু আল-কুরআন হিফজ করা দরকার ?

How much of the Quran is necessary for a Muslim to memorize?

শায়খুল হাদীস মো. আবু তাহের

পি-এইচ.ডি. গবেষক, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া।

www.WaytoJannah.com

একজন মুসলিমের কতটুকু আল-কুরআন হিফজ করা দরকার?

How much of the Quran is necessary for a Muslim to memorize?

শাইখুল হাদীস মো. আবু তাহের

বি.এ.অনার্স (হাদীস)	ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া
এম.এ (হাদীস)	ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া
কামিল (ফিকহ)	আলিয়া মাসরাসা বোর্ড, ঢাকা
দাওয়া (হাদীস)	জামেয়া রাহমানিয়া, চাঁপাই
পি-এইচ,ডি (গবেষণারত)	

সহীহ আল-বুখারীর ব্যাখ্যাগ্রন্থ সমূহ: বৈশিষ্ট ও মূল্যায়ন

Books for Interpretation of Sahih Al-Bukhari:
Characteristics and Evaluation ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া

উদ্ভাবক: (কিউসেট মেথড) কুরআনিক স্ট্যাডিজ এন্ড এ্যারাবিক টিচিং মেথড

প্রতিষ্ঠাতা ও পরিচালক: কুরআনিক স্ট্যাডিজ এন্ড এ্যারাবিক টিচিং ইন্সটিটিউট

ও

মুসলিম আকীদা	আল- কুরআনের আলোকে আধুনিক আরবী ভাষা শিক্ষা পদ্ধতি
মহা উপদেশ (অনুবাদ)	মুসলিম কি (অনুবাদ)?
কারাগার নয় ঈমানী পরীক্ষা	তোমার রব কে?
সোনামণিদের ইসলাম শিক্ষা	সালাত ও সহীহ দু'আ শিক্ষা
ইসলামে বাইআত	দাড়ি মুসলিমের পরিচয়
ফিকহুল হাজ্জ	জীবনের সকল কাজে যা দরকার
ফেরেশতাদের নজরদারীতে মানব জীবন	আল-কুরআনে দাওয়াহ ও সংগঠন
ছলাত পরিত্যাগকারী কী কাফির?	আপনার পরিচয় জানেন কী?
মুমিনদের প্রতি আল্লাহর ডাক	আল-কুরআন পরিচিতি

প্রমুখ প্রকাশিত গ্রন্থের লেখক।

www.WaytoJannah.com

একজন মুসলিমের কতটুকু আল-কুরআন হিফজ করা দরকার?

How much of the Quran is necessary for a Muslim to memorize?

শাইখুল হাদীস মো. আবু তাহের

প্রকাশনায় : এডুকেশন সেন্টার সিলেট
পশ্চিম সুবিদ বাজার, লাভলী রোডের মোড়, সিলেট।
মোবাইল: ০১৭১২-৬৬৮৩৪৫

প্রকাশনায় কারজে হাসানাহ প্রদান: মুহাম্মাদ চৌধুরী, সিলেট।

বানান সমন্বয়ক: মুহাম্মাদ চৌধুরী
বিশিষ্ট লেখক, সিলেট।
আব্দুছ ছবুর চৌধুরী
সম্পাদক,দ্যা ম্যাসেজ,সিলেট,বাংলাদেশ।

শব্দ বিন্যাস: মো. বিলাল হোসেন, ই. সি. এস কম্পিউটার ল্যাব, সিলেট।

১ম প্রকাশ: জুলাই/২০১২খ্রি. ।

নির্ধারিত মূল্য: ৩০/= টাকা মাত্র।

মুদ্রণ: মঈন কম্পিউটার প্রিন্টার্স
রাজা ম্যানশন, জিন্দাবাজার, সিলেট।
ফোনঃ ৭২৬৩৬৮, ০১৭১২-৫০৫২৩৬

How much of the Quran is necessary for a Muslim to memorize?
Written by: Md. Abu Taher
Phd (Researcher): Books for Interpretation of Sahih Al-Bukhari: Characteristics and Evaluation.
Contact No: 0088-01914 940556 **Email:** taher_quran@yahoo.com
Published by: Education Center Sylhet (Ecs), Bangladesh.
Contact No: 0088-01712668345
Price: 30/= Taka.

www.WaytoJannah.com

সূচীপত্র

শুরু কথা ৫

প্রথম পর্ব

হিফজুল কুরআন বা আল-কুরআন মুখস্থ

হিফজ বলতে কি বুঝায়?.....৬

আল-কুরআন মুখস্থ করার শারঈ ভিত্তি ৯

আল-কুরআন মুখস্থ করার হুকুম ১০

মুখস্থ করা সহজ ১০

আল-কুরআন মুখস্থ করণের সূচনা ও ক্রমবিকাশ ১০

আল-কুরআন মুখস্থ করণে লাভ

আল্লাহর পরিবারের সদস্য হওয়ার সৌভাগ্যলাভ ১২

আল-কুরআনের সুপারিশ লাভে ধন্য ১২

ফেরেশতাদের সঙ্গী হওয়ার সৌভাগ্য লাভ ১২

জান্নাতে সর্বোচ্চ আসন লাভ ১৩

দৈনিক জান্নাতের ঘর লাভ ১৩

দুনিয়ায় মর্যাদা লাভ ১৪

দুনিয়ার সকল কাজের চেয়ে মর্যাদা বেশী ১৫

নাজাতের সার্টিফিকেট ১৬

মুখস্থ করণের পদ্ধতি

মুখস্থর জন্যে দু'আ করা ১৭

রুটিন মাফিক মুখস্থ করা ১৭

পুরাতন পড়া মুখস্থ রাখার জন্যে পূনরাবৃত্তি করা ১৮

ভাল শিক্ষকের সহায়তা নেয়া ১৮

প্রতিযোগিতামূলক মুখস্থ করা ১৯

কষ্টকে উপেক্ষা করে মুখস্থ করা ১৯

বিশ্রাম নিয়ে মুখস্থ করা..... ২০

সফরে তিলাওয়াত করা ২১

www.WaytoJannah.com

রাস্তায় চলাচল অবস্থায় মুখস্থ করা ২১
প্রযুক্তির মাধ্যমে মুখস্থ করা ২৪
তাহাজ্জুদ সালাতের মাধ্যমে মুখস্থ করা.....২৪

২য় পর্ব

বিভিন্ন সালাতে রাসূলের কিরআত.....২৫
ফজরের সালতের কির'আত ২৫
ফজরের সুন্নাতে কির'আত..... ২৬
যোহর সালাত ও আছরের সালাতের কির'আত ২৬
মাগরিবের সালাতের কির'আত ২৬
মাগরিবের সুন্নাত সালাতে ক্বিরা'আত ২৭
ইশার সালাতের কির'আত ২৭
রাতের নফল সালাতের কির'আত..... ২৭
বিতরের সালাতের কির'আত ২৯
জুম'আহ্‌র সালাতের কির'আত ২৯
জুম'আহ্‌র খুতবায় কুরআন তিলাওয়াত ২৯
দুই ঈদের সালাতের কির'আত ২৯

৩য় পর্ব

ঘুমের পূর্বে রাসূলের আল-কুরআন পাঠ ৩০

৪র্থ পর্ব

একজন মুসলিমের কতটকু আল-কুরআন মুখস্থ করা দরকার ৩৪
সম্পূর্ণ আল-কুরআন মুখস্থ করা ৩৪
আয়াতুল আহকাম মুখস্থ করা..... ৩৪
ইসলামী দাওয়ার জন্যে বিষয় ভিত্তিক আয়াত মুখস্থ করা ৩৪
সালাতসহ বিভিন্ন সময়ে রাসূলের পঠিত আয়াত ও সূরাহ সমূহ মুখস্থ করা ৩৬
সুন্নাতি কিরআত..... ৩৭
শেষ কথা..... ৩৮

www.WaytoJannah.com

শুরু কথা:

আল-কুরআন আল্লাহর বাণী। আল্লাহ হলেন আসমান, জমিন ও সমগ্র সৃষ্টি জীবের স্রষ্টা। আপনার ও আমার জীবনের মালিক ও রিযিক দাতা। আমাদের মৃত্যুদাতা ও হিসাব গ্রহণকারী। সকল মানুষকে তাঁর নিকটেই ফিরে যেতে হবে। এই মহাশক্তিধর মহান রাব্বুল আলামীন বিশ্ব মানবতার হিদায়েতের জন্য মহাগ্রন্থ আল-কুরআন অবতীর্ণ করেছেন। আল্লাহ বলেন, রমাদ্বান মাস– যার মধ্যে কুরআন নাযিল করা হয়েছে লোকদের পথ প্রদর্শক এবং হিদায়াতের সুস্পষ্ট বর্ণনারূপে এবং সত্য-মিথ্যার পার্থক্যকারীরূপে।[১]

তাই আল্লাহর আসমানের নীচে ও জমিনের উপর যে মানুষ বসবাস করে তার জীবনের মৌলিক প্রধান কাজ হলো এ গ্রন্থটি পড়া, বুঝা ও মুখস্থ করা। আল-কুরআনের প্রথম আদেশও হলো পড়া।

আল্লাহ বলেন, "পড় তোমার রবের নামে যিনি সৃষ্টি করেছেন।"[২] দুনিয়া ও আখেরাতের জীবন সুখময় করে গড়ে তুলতে হলে আল- কুরআন পড়তে হবে। সে মোতাবেক আমল করতে হবে। আল-কুরআন শিক্ষার জন্য আল্লাহ অতীব গুরুত্বের সাথে বলেছেন, "তারা কি আল কুরআন সম্পর্কে গভীরভাবে চিন্তা ও গবেষণা করে না ? নাকি তাদের অন্তরে তালা মেরে দেয়া হয়েছে।"[৩] রাসূল (সা.) বলেছেন, "তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম ঐ ব্যক্তি যে আল-কুরআন শিক্ষা করে এবং অপরকে শিক্ষা দেয়"।[৪] তাই প্রতিটি মানুষকে আল-কুরআন শিক্ষা করা ফরজ। আমরা চারটি পর্বে এ বিষয়টি উপস্থাপন করব ইনশা আল্লাহ।

প্রথম পর্ব: হিফজুল কুরআন বা আল-কুরআন মুখস্থ করা।

২য় পর্ব: বিভিন্ন সালাতে রাসূলের কিরআত।

৩য় পর্ব: ঘুমের পূর্বে রাসূলের আল-কুরআন পাঠ।

৪র্থ পর্ব: একজন মুসলিমের কতটুকু আল-কুরআন মুখস্থ করা দরকার।

আসুন! বিষয়গুলো বিস্তারিত জেনে নেই।

---

১. আল-কুরআন, সূরাহ আল-বাক্বারাহ (২), আয়াত: ১৮৫।
২. আল-কুরআন, সূরাহ আল-আলাক্ব (৯৬), আয়াত: ১।
৩. আল-কুরআন, সূরাহ মুহাম্মাদ (৪৭), আয়াত: ২৪।
৪. আবু ইসা আত- তিরমিযী, জামি আত-তিরমিযী, হা নং-২৮৩২, সানাদ সহীহ।

www.WaytoJannah.com

প্রথম পর্ব
হিফজুল কুরআন বা আল-কুরআন মুখস্থ করা

হিফজ বলতে কি বুঝায়?

আল-কুরআন শিখা, বুঝা ও মুখস্থ করা আল্লাহ মানব জাতির জন্যে সহজ করে দিয়েছেন।[৫] আল-কুরআন শিক্ষার অন্যতম দিক হলো আল-কুরআন মুখস্থ করা। পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ মানব সম্পদে পরিণত হতে হলে আল-কুরআন পড়া, বুঝা ও মুখস্থ করা উচিৎ। তাই আমরা প্রথমে হিফজ শব্দের সাথে পরিচিত হব। নিম্নে বিস্তারিত আলোচনা করা হলো:

হিফজের আভিধানিক অর্থ:

হিফ্জ আরবী শব্দ। এর আভিধানিক অর্থ- রক্ষা করা, তত্ত্বাবধান করা, সংরক্ষণ করা, হেফাযত করা, মুখস্থ করা।[৬] আলকুরআনে এ শব্দটি সংরক্ষণ করা অর্থে এসেছে। মহান আল্লাহ বলেন,

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ. وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ.

"মু'মিনদের বল তাদের দৃষ্টি অবনমিত করতে আর তাদের লজ্জাস্থান সংরক্ষণ করতে, এটাই তাদের জন্য বেশি পবিত্র, তারা যা কিছু করে সে সম্পর্কে আল্লাহ খুব ভালভাবেই অবগত। আর ঈমানদার নারীদেরকে বলে দাও তাদের দৃষ্টি অবনমিত করতে আর তাদের লজ্জাস্থান সংরক্ষণ করতে"।[৭] এখানে পাপাচার থেকে যৌনাদেশকে সংরক্ষণ করাকে হিফজ বলা হয়েছে। অন্যত্র যথাযথভাবে সালাত আদায় করা অর্থে উল্লেখিত হয়েছে। আল্লাহ বলেন,

---

৫. আল-কুরআন, সূরাহ আল - ক্বামার (৫৪), আয়াত: ২২।
৬. ড. মুহাম্মাদ ফজলুর রহমান, আধুনিক আরবী বাংলা অভিধান, ঢাকা: রিয়াদ প্রকাশনী, তৃতীয় সংস্করণ, ২০০৬, পৃ: ৩৪৩।
৭. আল-কুরআন, সূরাহ আন-নূর (২৪), আয়াত: ৩০, ৩১।

www.WaytoJannah.com

حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ.

তোমরা সালাতের প্রতি যত্নবান হও, বিশেষ করে মধ্যবর্তী সালাতের প্রতি এবং আল্লাহ্‌র সামনে বিনীতভাবে দণ্ডায়মান হও।[৮] পূর্নাঙ্গ ইসলামী শরীয়ত মেনে চলাকেও হিফয বলে। যেমন রাসূল (সা.) ইবনু আব্বাস (রাদ্বি.)-কে বলেন,

احْفَظِ اللَّهَ يَحْفَظْكَ احْفَظِ اللَّهَ

তুমি আল্লাহকে সংরক্ষণ কর। আল্লাহ তোমাকে সংরক্ষণ করবেন।[৯] হিফজ এর আরেকটি অর্থ হলো মুখস্থ করা। যেমন: আউফ বিন মালিক (রাদ্বি.) বলেন,

صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– عَلَى جَنَازَةٍ فَحَفِظْتُ مِنْ دُعَائِهِ وَهُوَ يَقُولُ

রাসূল (সা.) জানাযার সালাত পড়িয়েছেন। আর আমি তার পঠিত দু'আ থেকে মুখস্থ করেছি যে, তিনি বলেন...।[১০] নিম্নে হাদীসে হিফয শব্দ মুখস্থ অর্থে এসেছে।

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ غَدَوْنَا عَلَى عَبْدِ اللَّهِ فَقَالَ رَجُلٌ قَرَأْتُ الْمُفَصَّلَ الْبَارِحَةَ . فَقَالَ هَذًّا كَهَذِّ الشِّعْرِ ، إِنَّا قَدْ سَمِعْنَا الْقِرَاءَةَ وَإِنِّى لأَحْفَظُ الْقُرَنَاءَ الَّتِى كَانَ يَقْرَأُ بِهِنَّ النَّبِىُّ – صلى الله عليه وسلم – ثَمَانِىَ عَشْرَةَ سُورَةً مِنَ الْمُفَصَّلِ وَسُورَتَيْنِ مِنْ آلِ حم

আবদুল্লাহ (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা একদিন সকালে আবদুল্লাহ (রাদ্বি.)-এর কাছে গেলাম। একজন লোক বলল, গতকাল রাতে আমি মুফাসসাল সূরাহ সমূহ পাঠ করেছি। এ কথা শুনে 'আবদুল্লাহ (রাদ্বি.) বললেন, এত শীঘ্র পাঠ করা যেন কবিতা পাঠের মতো; অথচ আমরা নাবী (সা.)-এর পাঠ শুনেছি। নাবী (সা.)-এর পঠিত সূরাহ আমার

৮. আল-কুরআন, সূরাহ আল-বাক্বারাহ (২) আয়াত: ২৩৮।
৯. আত-তিরমিযী, হা/নং ২৭০৬, হাদীসটি সহীহ। সহীহ আল-জামি - আলবানী, হা/নং ৭৯৫৭।
১০. সহীহ মুসলিম, হা/নং২২৭৬।

www.WaytoJannah.com

অধিক মুখস্থ রয়েছে, তার সংখ্যা মুফাসসাল হতে আঠারটি এবং আলিফ-লাম হামিম' হতে দুটি।[১১]

হিফজের পারিভাষিক অর্থ:

হিফজের পারিভাষিক অর্থ হলো আল-কুরআন অন্তরের মধ্যে সংরক্ষিত রাখা ও যে কোন সময় না দেখে পাঠ করার ক্ষমতা রাখা । এ বিষয়ে আল-কামুসুল ইসলামী আল- আরাবী - ইংরেজীর প্রণেতা বলেন,

هُوَ إِيدَاعُ مَا يُسمَعُ فِي القَلبِ لاسترجَاعه فِي أَيِّ وَقتٍ كَانَ.

Memorizing: This refers to committing anything one has heard or written to one's memory, to recall it whenever it is needed.[১২]

আলোচ্য প্রবন্ধে হিফয শব্দ দ্বারা আল-কুরআন মুখস্থ করা উদ্দেশ্য। আর এ অর্থ রাসূলের (সা.) যুগ থেকেই চলে আসছে।

যেমন ছাহাবী আমর বিন সালামাহ (রাদ্বি.) শুনে শুনে আল-কুরআন মুখস্থ শুরু করেন এবং সাত বছর বয়সে ইমাম হয়ে যান। ইমাম আবু দাউদ এ মর্মে চমৎকার হাদীস বর্ণনা করেছেন।

عَنْ عَمْرِو بْنِ سَلِمَةَ قَالَ كُنَّا بِحَاضِرٍ يَمُرُّ بِنَا النَّاسُ إِذَا أَتَوُا النَّبِيَّ –صلى الله عليه وسلم– فَكَانُوا إِذَا رَجَعُوا مَرُّوا بِنَا فَأَخْبَرُونَا أَنَّ رَسُولَ اللَّه –صلى الله عليه وسلم– قَالَ كَذَا وَكَذَا وَكُنْتُ غُلاَمًا حَافِظًا فَحَفِظْتُ مِنْ ذَلِكَ قُرْآنًا

আমর বিন সালামাহ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা এমন স্থানে সমবেত ছিলাম যে, লোকেরা আমাদের পাশ দিয়ে নাবী (সা.)-এর নিকট যাতায়াত করত আর ফিরে যাওয়ার সময় আমাদের পাশ দিয়ে যেত এবং বর্ণনা করত, রাসূল (সা.) এরূপ এরূপ বলেছেন। তখন আমি বালক ছিলাম, যা শুনতাম সেটাই মুখস্থ করতাম। আল-কুরআনের অনেকটা আমি শুনে শুনে মুখস্থ করেছি।[১৩]

---

১১. সহীহুল বুখারী, হা/নং ৫০৪৩।
১২. আল-কামুসুল ইসলামী আল- আরাবী - ইংরেজী, ১ম খন্ড, পৃ: ১৪।
১৩. আবু দাউদ সুলায়মান বিন আশআশ, আবু দাউদ, হা/নং ৫৮৫।

www.WaytoJannah.com

আল-কুরআন মুখস্থ করার শারঈ ভিত্তিঃ

আল-কুরআন মুখস্থ করার শারঈ ভিত্তি রয়েছে। আল্লাহ বলেন,

فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ

কাজেই কুরআনের যতটুকু পড়া তোমার জন্য সহজ হয়, তুমি ততটুকু পড়" ।[১৪] এই আয়াত দ্বারা সালাতের জন্যে আলকুরআনের কিছু অংশ মুখস্থ করা ফরয প্রমাণিত হয় ।[১৫] রাসূল (সা.) বলেন,

« لاَ صَلاَةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ » .

যে সূরাহ ফাতিহা পড়ে না তার সালাত হয় না ।[১৬] আল্লাহ হাদীসে কুদসীতে তাঁর রাসূল (সা.)-কে বলেন,

وَأَنْزَلْتُ عَلَيْكَ كِتَابًا لاَ يَغْسِلُهُ الْمَاءُ تَقْرَؤُهُ نَائِمًا وَيَقْظَانَ

তোমার প্রতি এমন কিতাব অবতীর্ণ করেছি যা পানি কখনো ধুয়ে মুছে ফেলতে পারবে না। ঘুমন্ত ও জাগ্রত অবস্থায় তুমি সেটা পাঠ করবে ।[১৭] ইমাম নববী বলেন, এর অর্থ আল-কুরআন মুখস্থ করা ।[১৮] রাসূল বলেন,

مَنْ حَفِظَ عَشْرَ آيَاتٍ مِنْ أَوَّلِ سُورَةِ الْكَهْفِ عُصِمَ مِنْ الدَّجَّالِ

যে সূরাহ আল-কাহফ এর প্রথম দশটি আয়াত মুখস্থ করবে তাকে দাজ্জালের ফিতনা হতে নিরাপদ রাখা হবে ।[১৯] এ হাদীসে আল-কুরআন মুখস্থ করার প্রতি উৎসাহিত করা হয়েছে। অতএব, আল-কুরআন মুখস্থ করা একটি ইবাদত। ইসলামী শরীয়তে এর দলীল সুপ্রমাণিত।

---

১৪. আল-কুরআন, সূরাহ আল- মুজাম্মিল (৭৩), আয়াতঃ ২০।

১৫. ইমাদুদ্দীন বিন মুহাম্মাদ ত্বাবারী, আহকামুল কুরআন, আলমাকতাবাতুশ শামিলাহ, তৃতীয় সংস্করণ, ৫ম খন্ড, পৃঃ৩২।

১৬. মুহাম্মাদ বিন ইসমাঈল, আল-জামি, জমিয়্যতুল মাকনাজিল ইসলামী, হা/নং ৭৫৬; সুনানু আবী দাউদ, হা/নং ৮২২; আব-তিরমিযী, হা/নং২৪৮; নাসাঈ হা/নং ৯১৮; মুসলিম হা/নং ৯০০; আহমদ বিন হাম্বল, আল-মুসনাদ, মুয়াস্সাতুর রিসালাহ, ৪৯ খন্ড, দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৯৯৯খ্রি. পৃঃ ৪১৩, হা/নং ২৩৪১৩।

১৭. সহীহ মুসলিম,৭৩৮৬।

১৮. সরহ নববী, ১৭/২০৪।

১৯. সহীহ মুসলিম, হা/নং ১৯১৯।

www.WaytoJannah.com

আল-কুরআন মুখস্থ করার হুকুম:

আল-কুরআন মুখস্থ করা অন্যতম ইবাদত। আল-কুরআন সংরক্ষণের শ্রেষ্ঠ মাধ্যম হলো আল-কুরআন মুখস্থ করা। সম্পূর্ণ আল-কুরআন মুখস্থ করা ফরজে কিফায়্যা।[২০] সলাত আদায়ের জন্যে নুন্যতম কিছু আয়াত ও সূরাহ মুখস্থ প্রতিটি মুসলিমের উপর ফারজ।[২১] রাসূল (সা.) বিভিন্ন সলাতে ও সময়ে যে সব আয়াত ও সূরাহ পাঠ করেছেন সে সব আয়াত ও সূরাহ সে সব ক্ষেত্রে পাঠ করা সুন্নাত।

মুখস্থ করা সহজ:

আল-কুরআন বুঝা ও মুখস্থ করা সহজ। এটি মানুষের প্রতি আল্লাহর মহাদান। আল্লাহ বলেন,

وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ

আমি কুরআনকে সহজ করে দিয়েছি উপদেশ গ্রহণের জন্য, উপদেশ গ্রহণ করার কেউ আছে কি?[২২]

অতএব, আল-কুরআন মুখস্থ করা সহজ। যে কেউ চেষ্টা করলেই মুখস্থ করতে পারবে। এর বাস্তবতা রাসূলের যুগ থেকে এ পর্যন্ত রয়েছে। এমন কি অনেক ছোট বাচ্চাও আল-কুরআন মুখস্থ করতে সক্ষম হয়েছে। ইমাম বুখারী, ইমাম তায়মিয়াহসহ অনেক ইমাম সাত বছর বয়সেই আল-কুরআন মুখস্থ করেছিলেন।

আল-কুরআন মুখস্থ করণের সূচনা ও ক্রমবিকাশ

আল-কুরআনের প্রথম শিক্ষক ছিলেন জিবরীল (আ.)। তিনি আল-কুরআনের হাফিজ ছিলেন। প্রথম শিক্ষার্থী ছিলেন বিশ্বনবী মুহাম্মাদ (সা.)। তিনিও সম্পূর্ণ আল-কুরআনের হাফিজ ছিলেন। প্রতি রামাদ্বান মাসে জিবরীল ও রাসূল (সা.) পরস্পর আল-কুরআন মুখস্থ শুনাতেন।[২৩] রাসূল (সা.)-এর আল-কুরআন মুখস্থর মাধ্যমে আল-কুরআন মুখস্থ করণ

২০. আল-বুরহান ফী উলুমিল কুরআন, ১/৪৫৬, ফাতাওয়া আলা-লাজনাহ আদ-দায়িমাহ, নং ১৮৪১৩।
২১. আল-কুরআন, সূরাহ আল- মুজাম্মিল (৭৩), আয়াত: ২০।
২২. আল-কুরআন, সূরাহ আল-ক্বামার (৫৪), আয়াত: ১৭, ২২, ৩২, ৪০।
২৩. মুহাম্মাদ বিন ইসমাঈল, আল-জামি, হা/নং ৬।

www.WaytoJannah.com

এর সূচনা হয়। এর পর ছাহাবাগণ আল-কুরআন মুখস্থ করণে আত্মনিয়োগ করেন। যেমন: হাদীসে বর্ণিত হয়েছে।

عَنْ بِنْتِ لِحَارِثَةَ بْنِ النُّعْمَانِ قَالَتْ : (مَا حَفِظْتُ ق إِلا مِنْ فِي رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ بِهَا كُلَّ جُمُعَةٍ .

হারিস ইবনু নুমান (রাদ্বি:)-এর এক মেয়ে থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূল (সা.)-এর মুখ থেকে শুনেই সুরাহ ক্বফ মুখস্থ করেছি। তিনি প্রতি জুমুআহর খুতবায় এই সুরাটি পড়তেন।[২৪]

এরপর সলফে সালিহীন আল-কুরআন মুখস্থ করেছেন। তারা হাফিজ ছাড়া কারো নিকট ইলম শিক্ষা গ্রহণ করতেন না। আল্লামা নববী (রাহি.) বলেন,

كان السلف لا يعلمون الحديث والفقه إلا لمن يحفظ القرآن

পূর্ববর্তী মুসলিমগন হাফিজ ছাড়া কারো নিকট হাদীস ও ফিকহের ইলম শিক্ষা গ্রহণ করতেন না।[২৫]

এর পরবর্তী সকল যুগে আল-কুরআন মুখস্থর প্রতি মুসলিম জাতির গুরুত্ব ছিল। আল্লামা ইমাম তাইমিয়াহ (৭২৮হি:) বলেন,

طلب حفظ القرآن: فهو مقدم على كثير مما تسميه الناس علماً:.....

أن يبدأ بحفظ القرآن، فإنه أصل علوم الدين

প্রতিটি মুসলিমের উচিত মানব সমাজে প্রচলিত সকল বিদ্যা শিক্ষা পূর্বে আল-কুরআন মুখস্থ করা.... কারণ, আল-কুরআন হলো দ্বীনী ইলমের মূল।[২৬]

আল-হামদুল্লিাহ এ ক্রমধারা বন্ধ হয়নি। আজও আল–কুরআন মুখস্থ চলছে। প্রতিটি মুসলিমদেশে এ উদ্দেশ্যে স্বতন্ত্র হাফিজিয়া মাদরাসা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। লক্ষ লক্ষ মুসলিম নর-নারীর বক্ষদেশে আল-কুরআন ধারণকৃত রয়েছে। স্মৃতিপটে মুখস্থ রয়েছে। সুতরাং আল-কুরআন মুখস্থ করণের এটি স্বর্ণযুগ।

---

২৪. সহীহ মুসলিম, হা/নং ২০৫১।

২৫. আল্লামা নববী, আল-মাজমু ১ম খন্ড, পৃ: ৩৮।

২৬. তাকী উদ্দীন আবুল আব্বাস আহমদ বিন আব্দুল হালীম তাইমিয়্যাহ, আল-ফাতাওয়া আল-কুবরা, তাহক্বীক: মুহামামাদ আব্দুল কাদির আত্বা,দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ২য় খন্ড, ১ম সংস্করণ ১৯৮৭ খ্রি, পৃ: ২৩৫।

www.WaytoJannah.com

আল-কুরআন মুখস্থ করণে লাভ

আল-কুরআন মুখস্থ কারীর বহু লাভ রয়েছে। নিম্নে সংক্ষেপে আলোচনা করা হলো:

আল্লাহর পরিবারের সদস্য হওয়ার সৌভাগ্যলাভ:

আল-কুরআনের হাফিয ও আমলকারীগন আল্লাহর পরিবার এর সদস্য। তথা তাঁরা আল্লাহর খুবই প্রিয়। রাসূল (সা.) বলেন,

« إِنَّ لِلَّه أَهْلِينَ مِنَ النَّاسِ ». قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّه مَنْ هُمْ قَالَ « هُمْ أَهْلُ الْقُرْآنِ أَهْلُ اللَّه وَخَاصَّتُهُ ».

আনাস ইবনে মালিক (রাদ্বি.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, কতক লোক আল্লাহর পরিবার-পরিজন। সাহাবাগণ জিজ্ঞাসা করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! তারা কারা? তিনি বললেন, কুরআন তিলাওয়াতকারীরাই আল্লাহর পরিবার-পরিজন এবং তাঁর বিশেষ বান্দা।[২৭]

আল-কুরআনের সুপারিশ লাভে ধন্য:

আল্লাহ যে দিন মানুষের হিসাব নিবেন। সে দিন কেউ কারো সাহায্যে আসবে না। সেদিন আল-কুরআন তার ধারণকারীর জন্যে আল্লাহর দরবারে সুপারিশ করবে। এর প্রমাণে রাসূল (সা.) বলেন,

عن أَبِي أُمَامَةَ – رضي الله عنه –، قَالَ : سَمِعْتُ رسولَ الله – صلى الله عليه وسلم –، يقول : اقْرَؤُوا القُرْآنَ ؛ فَإِنَّهُ يَأتي يَوْمَ القِيَامَةِ شَفِيعاً لأَصْحَابِه

আবু উমামাহ (রাদ্বি.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূল (সা.)-এর নিকট শুনেছি। তিনি বলেন, তোমরা আল-কুরআর পাঠ কর। কেননা, আল-কুরআন তার পাঠকের জন্যে কিয়ামতের ময়দানে সুপারিশ কারী হবে।[২৮]

---

২৭. ইবনু মাজাহ, হা/নং ২২০, সহীহ।
২৮. সহীহ মুসলিম, হা/নং ১৯১০।

www.WaytoJannah.com

ফেরেশতাদের সঙ্গী হওয়ার সৌভাগ্য লাভ:

আবূ উমামাহ (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা.)-কে এ কথা বলতে শুনেছি যে, তোমরা কুরআন পাঠ কর। কেননা, কিয়ামতের দিন কুরআন, তার পাঠকের জন্য সুপারিশকারী হিসাবে আগমন করবে।[২৯] এ মর্মে রাসূল (সা.) বলেন।

عن عائشة رضي الله عنها، قالت : قَالَ رسول الله – صلى الله عليه وسلم – : اَلَّذِي يَقْرَأُ القُرْآنَ وَهُوَ مَاهِرٌبه مَعَ السَّفَرَةِ الكِرَامِ البَرَرَةِ ، وَالَّذِي يَقْرَأُ الْقُرْآنَ وَيَتَتَعْتَعُ فيه وَهُوَ عَلَيْهِ شَاقٌّ لَهُ أَجْرَانِ.

আয়িশা (রাদ্বি.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, "কুরআনের (শুদ্ধভাবে পাঠকারী ও পানির মত হিফজকারী পাকা) হাফিজ মহাসম্মানিত পূণ্যবান লিপিকার (ফিরিশতাবর্গের) সঙ্গী হবে। আর যে ব্যক্তি (পাকা হিফজ না থাকার কারণে) কুরআন পাঠ 'ওঁ-ওঁ' করে এবং পড়তে কষ্টবোধ করে, তার জন্য রয়েছে দু'টি সাওয়াব।" (একটি তিলাওয়াত ও দ্বিতীয়টি কষ্টের করণে)।[৩০]

জান্নাতে সর্বোচ্চ আসন লাভ:

আল-কুরআনের বাহক, পাঠক ও হাফিযগণ জান্নাতে সর্বোচ্চ আসন পাবে ইনশা আল্লাহ। নিম্নের হাদীসটি এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما ، عن النبيِّ – صلى الله عليه وسلم – ، قال : (يُقَالُ لِصَاحِبِ الْقُرْآنِ : اقْرَأْ وَارْتَقِ وَرَتِّلْ كَمَا كُنْتَ تُرَتِّلُ فِي الدُّنْيَا ، فَإِنَّ مَنْزِلَتَكَ عِنْدَ آخِرِ آيَةٍ تَقْرَؤُهَا .

আব্দুল্লাহ ইবনু আমর ইবনু আস (রাদ্বি.) কর্তৃক বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, "পবিত্র কুরআনের পাঠক, হাফিজ ও তাঁর উপর আমলকারীকে (কিয়ামতের দিন) বলা হবে, 'তুমি আল-কুরআন পড়তে থাক ও চড়তে থাক। আর ঠিক সেই ভাবে স্পষ্ট ও ধীরে ধীরে পড়তে থাক, যেভাবে দুনিয়াতে পড়তে। কেননা, (জান্নাতের ভিতর) তোমার স্থান ঠিক সেখানে হবে, যেখানে তোমার শেষ আয়াত খতম হবে।[৩১]

দৈনিক জান্নাতের ঘর লাভ:

আল- কুরআন হিফজ করলে ও সে মোতাবেক আমল করলে দৈনিক জান্নাতে ঘর পাওয়া যাবে। যেমন রাসূল (সা.) বলেছেন,

---

২৯. সহীহ মুসলিম, হা/নং ৮০৪।
৩০. সহীহ মুসলিম, হা/নং ১৮৯৮।
৩১. রিয়াযুছ ছলিহীন ১০০৮, তিরমিযী হাসান।

www.WaytoJannah.com

من قرأ { قل هو الله أحد } عشر مرات بنى الله له بيتا في الجنة.

যে দৈনিক "কুল হুওয়াল্লাহ আহাদ" সূরাহ দশবার পাঠ করবে আল্লাহ তার জন্যে জান্নাতে ঘর নির্মান করবেন।[৩২]

সুবহানাল্লাহ আপনি যদি এই ছোট একটি সূরাহ মুখস্থ করেন এবং দৈনিক বিভিন্ন সময় পাঠ করেন তাহলে জান্নাতে ঘর পাবেন। এ ঘর দুনিয়ার বিল্ডিং ঘর নয়। এটি খাঁটি সোনার ঘর। এভাবে আল-কুরআন পাঠের ও শিক্ষার বহু লাভ রয়েছে। এ অফুরন্ত লাভে আপনি আত্মনিয়োগ করুন।

দুনিয়ায় মর্যাদা লাভ:

আল্লাহ প্রকৃত হাফিজদেরকে দুনিয়ায় মর্যাদা প্রদান করবেন। আল্লাহর নিকট তারাই পৃথিবীর প্রথম শ্রেণীর নাগরিক। মহান আল্লাহ এদের মর্যাদা সম্পর্কে বলেন,

يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ.

তোমাদের মধ্যে যারা ঈমান এনেছে আর যাদেরকে জ্ঞান দান করা হয়েছে, আল্লাহ তাদেরকে মর্যাদায় উচ্চ করবেন। তোমরা যা কর আল্লাহ তার খবর রাখেন।[৩৩]

এখানে ঈমানদার ও জ্ঞানীদের উচ্চ মর্যাদা প্রদানের কথা বলা হয়েছে। আর আল-কুরআনের ইলম বা জ্ঞান সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ জ্ঞান। সুতরাং আল্লাহ হাফিজদের মর্যাদা দান করবেন। আল্লাহ অন্যত্র বলেন,

قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ

"বল– যারা জানে আর যারা জানে না, তারা কি সমান? বিবেক-বুদ্ধিসম্পন্ন লোকেরাই কেবল উপদেশ গ্রহণ করে থাকে"।[৩৪] সমাজ জীবনেও হাফিজদের সম্মান বেশী। এ মর্মে রাসূল (সা.) বলেন,

يَؤُمُّ الْقَوْمَ أَقْرَؤُهُمْ لِكِتَابِ اللَّهِ

যে আল-কুরআনে সর্বাধিক পারদর্শী সে জাতির ইমাম হবেন।[৩৫]
আর নিঃসন্দেহে ইমাম সমাজের সম্মানিত ব্যাক্তিদের অন্যতম।

---

৩২. সহীহুল জামি ৬৪৭২।
৩৩. আল-কুরআন, সূরাহ আল-মুজাদিলাহ (৫৮), আয়াত: ১১।
৩৪. আল-কুরআন, সূরাহ যুমার (৩৯), আয়াত: ৯।
৩৫. সহীহ মুসলিম, হা/নং ১৫৬৪।

www.WaytoJannah.com

দুনিয়ার সকল কাজের চেয়ে মর্যাদা বেশী:

দুনিয়ার সকল কাজের চেয়ে আল-কুরআন মুখস্থ করার মর্যাদা বেশী। আল -কুরআন পাঠ-পঠন, শিক্ষ প্রদান ও হিফজ করণে প্রতিটি অক্ষরে সাওয়া রয়েছে। সাওয়াব রয়েছে একটি আয়াত শিখলে ও শিক্ষা দিলে। আপনি যদি একটি আয়াত শিক্ষা গ্রহণ করেন তাহলে একটি উট পাওয়ার চেয়েও বেশী লাভবান হবেন। আর যদি আপনি কাউকে একটি আয়াত শিক্ষা দেন তাহলেও অনুরূপ মর্যাদা রয়েছে। এ বিষয়ে বহু হাদীস বর্ণিত হয়েছে। আসুন, এ মর্মে রাসূল (সা.)-এর একটি হাদীস জেনে নেই। হাদীসটি ইমাম মুসলিম ছহীহ সূত্রে বর্ণনা করেছেন। হাদীসটি এই:

عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ خَرَجَ رَسُولُ اللَّه –صلى الله عليه وسلم– وَنَحْنُ فِي الصُّفَّة فَقَالَ « أَيُّكُمْ يُحِبُّ أَنْ يَغْدُوَ كُلَّ يَوْمٍ إِلَى بُطْحَانَ أَوْ إِلَى الْعَقِيقِ فَيَأْتِيَ مِنْهُ بِنَاقَتَيْنِ كَوْمَاوَيْنِ فِي غَيْرِ إِثْمٍ وَلاَ قَطْعِ رَحِمٍ ». فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ نُحِبُّ ذَلِكَ. قَالَ « أَفَلاَ يَغْدُو أَحَدُكُمْ إِلَى الْمَسْجِدِ فَيَعْلَمَ أَوْ يَقْرَأَ آيَتَيْنِ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ خَيْرٌ لَهُ مِنْ نَاقَتَيْنِ وَثَلاَثٌ خَيْرٌ لَهُ مِنْ ثَلاَثٍ وَأَرْبَعٌ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَرْبَعٍ وَمِنْ أَعْدَادِهِنَّ مِنَ الإِبِلِ ».

উকবাহ ইবনু 'আমির (রাদ্বি.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন রাসূলুল্লাহ (সা.) আসলেন। তখন আমরা সুফফা বা মাসজিদের চত্বরে অবস্থান করছিলাম। তিনি বললেনঃ তোমরা কি কেউ চাও যে প্রতিদিন "বুত্হানআ আক্বীক্বের বাজারে যাবে এবং সেখান থেকে কোন পাপ বা আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করা ছাড়াই বড় কুঁজ বিশিষ্ট দু'ই উট নিয়ে আসবে? আমরা বললাম, হে আল্লাহর রাসূল (সা.)? আমরা এরূপ চাই। তিনি বললেনঃ তাহলে কি তোমরা কেউ মসজিদে গিয়ে আল্লাহর কিতাবের দুটি আয়াত শিক্ষা দেবে না কিংবা পাঠ করবে না? এটা তার জন্য ঐরূপ দুটি উটের চেয়েও উত্তম। এরূপ তিনটি আয়াত তিনটি উটের চেয়ে উত্তম এবং চারটি আয়াত চারটি উটের চেয়ে উত্তম। আর অনুরূপ সমসংখ্যক উটের চেয়ে ততো সংখ্যক আয়াত উত্তম।[৩৬]

৩৬. সহীহ মুসলিম, হা/নং ১৩৩৭।

www.WaytoJannah.com

নাজাতের সার্টিফিকেট:

মানুষ যত বিদ্যা অর্জন করে তা দুনিয়ায় শেষ হয়ে যায়। যে যত উন্নত সার্টিফিকেট লাভ করুক না কেন তা রেখে তাকে একদিন আখেরাতে চলে যেতে হবে। আখেরাতে কারো উচ্চ ডিগ্রী, ডক্টরেট ও কোন পদবী কোন কাজে আসবে না । কিন্তু আল-কুরআন মুখস্থ করলে আখেরাতের বিপদের সময় নাজাতের সার্টিফেকেট হবে। যেমন রাসূল (সা.) সূরাহ বাক্বারাহ ও সূরাহ আল-ইমরান সম্পর্কে বলেন,

أَبُو أُمَامَةَ الْبَاهِلِيُّ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّه –صلى الله عليه وسلم– يَقُولُ اقْرَءُوا الْقُرْآنَ فَإِنَّهُ يَأْتِى يَوْمَ الْقِيَامَة شَفِيعًا لأَصْحَابه اقْرَءُوا الزَّهْرَاوَيْنِ الْبَقَرَةَ وَسُورَةَ آلَ عِمْرَانَ فَإِنَّهُمَا تَأْتِيَان يَوْمَ الْقِيَامَةَ كَأَنَّهُمَا غَمَامَتَان أَوْ كَأَنَّهُمَا غَيَايَتَان أَوْ كَأَنَّهُمَا فِرْقَان مِنْ طَيْرٍ صَوَافَّ تُحَاجَّان عَنْ أَصْحَابِهِمَا اقْرَءُوا سُورَةَ الْبَقَرَة فَإِنَّ أَخْذَهَا بَرَكَةٌ وَتَرْكَهَا حَسْرَةٌ وَلاَ تَسْتَطِيعُهَا الْبَطَلَةُ

আবূ উমামাহ্ আল-বাহিলী (রাদ্বি.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা.) কে বলতে শুনেছি: তোমরা কুরআন পাঠ করো। কারণ, ক্বিয়ামাতের দিন আল-কুরআন তার পাঠকারীর জন্য সে শাফা'আতকারী হিসাবে আসবে। তোমরা দুটি উজ্জ্বল সূরাহ অর্থাৎ সূরাহ বাক্বারা এবং সূরাহ আল ইমরান পড়।

ক্বিয়ামাতের দিন এ দুটি সূরাহ এমনভাবে আসবে যেন তা দু'খন্ড মেঘ অথবা দু'টি ছায়াদানকারী অথবা দু'ঝাক উড়ন্ত পাখি যা তার পাঠকারীর পক্ষ হয়ে (বিপদ প্রদান কারী বিষয়ের বিপক্ষে ও জান্নাত লাভের পক্ষ্যে) বিবাদ করবে । আর তোমরা সূরাহ বাক্বারাহ্ পাঠ করো। এ সূরাহটি গ্রহণ করা বারকাতের কাজ এবং পরিত্যাগ করা পরিতাপের কাজ। আর বাতিলের অনুসারীগণ এর মোকাবেলাহ করতে পারেনা।[৩৭]

উক্ত হাদীছে প্রমাণিত হলো আল-কুরআন তার বহনকারীকে জাহান্নামে যেতে দিবে না। কোন কারণে বিপদে পড়লে তার জন্য আল কুরআন ঝগড়া করে তাকে জান্নাতে নিয়ে যাবে। কারণ, সে আল-কুরআন মুখস্ত করেছে। এটা তার বড় সার্টিফিকেট। এই হাদীস শেষে বলা হয়েছে সূরাহ বাক্বারা মুখস্থ করে নিয়মিত পাঠ করলে সে যাদুর আক্রমন থেকে রক্ষা পাবে।

---

৩৭. সহীহ মুসলিম, হা/নং ১৯১০।

www.WaytoJannah.com

মুখস্থ করণের পদ্ধতি

মুখস্থ করার জন্যে কিছু পদ্ধতি অবলম্বণ করা যেতে পারে। যথা:

মুখস্থর জন্যে দু'আ করা:

মুখস্থ হওয়ার জন্যে ও মুখস্থ পড়া আয়ত্ব রাখার জন্যে আল্লাহর নিকট দুআ করতে হবে। কারণ, আল্লাহই একমাত্র ইলম দাতা। আল্লাহ আমাদেরকে দু'আ শিক্ষা দিয়েছেন। এরশাদ হচ্ছে:

رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا.

'হে আমার রব! জ্ঞানে আমায় সমৃদ্ধি দান করুন।'[৩৮]

رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي . وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي . وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسَانِي . يَفْقَهُوا قَوْلِي.

হে আমার রব! আমার জন্য আমার বক্ষকে প্রশস্ত করে দাও। আর আমার জন্য আমার কাজকে সহজ করে দাও। আমার জিহ্বার জড়তা দূর করে দাও। যাতে তারা আমার কথা বুঝতে পারে।[৩৯] তিনি আরো বলেন,

رَبِّ هَبْ لِي حُكْمًا وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ. وَاجْعَلْنِي مِنْ وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ

হে আমার রব! আমাকে প্রজ্ঞা দান কর এবং আমাকে সৎকর্মশীলদের অর্ন্তভুক্ত কর। এবং আমাকে পরবর্তীদের মধ্যে সত্যভাষী কর। আর আমাকে নি'য়ামাতপূর্ণ জান্নাতের উত্তরাধিকারীদের অন্তর্ভুক্ত কর।[৪০]

রুটিন মাফিক মুখস্থ করা:

প্রতিটি কাজ সুশৃঙখলভাবে সম্পাদন করতে ইসলাম সমর্থন করে। আল-কুরআনকেও রুটিন মাফিক নিয়মিত মুখস্থ করতে হবে। আল্লাহ নিয়মিত কাজ পছন্দ করেন। রাসূল (সা.) বলেন,

---

৩৮. আল-কুরআন, সূরাহ ত্ব-হা (২০), আয়াত: ১১৪।
৩৯. আল-কুরআন, সূরাহ ত্ব-হা (২০), আয়াত: ২৫-২৮।
৪০. আল-কুরআন, সূরাহ আশ-শুআরা (২৬), আয়াত: ৮৩-৮৫।

www.WaytoJannah.com

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال : يَا أَيُّهَا النَّاسُ خُذُوا مِنَ الأَعْمَالِ مَا تُطِيقُونَ فَإِنَّ اللَّهَ لا يَمَلُّ حَتَّى تَمَلُّوا وَإِنَّ أَحَبَّ الأَعْمَالِ إِلَى اللَّهِ مَا دَامَ وَإِنْ قَلَّ .

আয়িশাহ (রাদ্বি.) হতে বর্ণিত যে, নাবী (সা.) রাতের বেলা চাটাই দিয়ে ঘেরাও দিয়ে সালাত আদায় করতেন। আর দিনের বেলা তা বিছিয়ে তার উপর বসতেন। লোকজন নাবী (সা.)-এর নিকট একত্রিত হয়ে তাঁর সঙ্গে সালাত আদায় করতে লাগল। এমনকি বহু লোক একত্রিত হল। তখন নাবী (সা.) তাদের উদ্দেশে বললেন: হে লোক সকল! তোমরা 'আমাল করতে থাকো তোমাদের সামর্থ্য অনুযায়ী। কারণ, আল্লাহ তা'আলা ক্লান্ত হন না, বরং তোমরাই ক্লান্ত হয়ে পড়বে। আর আল্লাহর নিকট ঐ আমাল সবচেয়ে প্রিয়, যা সর্বদা করা হয়, তা কম হলেও।[৪১] সুতরাং নিয়মিত মুখস্থতের অভ্যাস গড়ে তুলুন ।

পুরাতন পড়া মুখস্থ রাখার জন্যে পুনরাবৃত্তি করা:

আল-কুরআন মুখস্থ করার পাশাপাশি মুখস্থ রাখার ও চেষ্টা করতে হবে। রাসূল (সা.) এ মর্মে বলেন,

عن أَبي موسى – رضي الله عنه –، عن النبيِّ – صلى الله عليه وسلم – قَالَ : ((تعاهدوا هَذَا القُرْآنَ ، فَوَالَّذي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِه لَهُوَ أَشَدُّ تَفَلُّتاً مِنَ الإبلِ في عُقُلِهَا)) متفقٌ عَلَيْه

আবূ মূসা আশআরী (রাদ্বি.) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, " এই কুরআনের প্রতি যত্ন নাও। (অর্থাৎ, নিয়মিত পড়তে থাক ও তার চর্চা রাখ।) সেই মহান সত্ত্বার কসম, যাঁর হাতে মুহাম্মদের জীবন আছে, উট যেমন তার রশি থেকে অতর্কিতে বের হয়ে যায়, তার চেয়ে অধিক অতর্কিতে কুরআন (স্মৃতি থেকে) বের হয়ে (বিস্মৃত হয়ে) যায়।" (অর্থাৎ অতিশীঘ্র ভুলে যাবার সম্ভাবনা থাকে।[৪২]

সুতরাং আল কুরআন মুখস্থ রাখার উপায় হলো বার বার পড়া ও স্মরণ রাখার চেষ্টা করা।

ভাল শিক্ষকের সহায়তা নেয়া:

শিক্ষার মৌলিক নীতি হলো শিক্ষকের নিকট হতে শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে। তাই ভাল শিক্ষক গ্রহণ করতে হবে। রাসূল (সা.) বলেন,

---

৪১. সহীহুল বুখারী হা/নং ৫৮৬১।

৪২. সহীহুল বুখারী, সহীহ মুসলিম, রিয়াযুছ ছলিহীন হা/নং ১০০৯

www.WaytoJannah.com

مَنْ يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِى الدِّينِ ، وَإِنَّمَا الْعِلْمُ بِالتَّعَلُّمِ

আল্লাহ যার কল্যাণ কামনা করেন তাকে দ্বীনের পান্ডিত্য দান করেন। আর ইলম অর্জিত হয় শিক্ষার মাধ্যমে।[৪৩]

সতরাং নিজে নিজেই শিক্ষক হয়ে যাবেন না। বরং শিক্ষকের সাহায়তা নিয়ে মুখস্থ করবেন।

প্রতিযোগিতামূলক মুখস্থ করা:

আল-কুরআন সব চেয়ে উত্তম গ্রন্থ। এটি শিক্ষা করা উত্তম ইবাদত। এ কাজে প্রতিযোগিতা প্রশংসনীয় কাজ। এ মর্মে স্বয়ং রাসূল (সা.) আমাদেরকে উৎসাহিত করেছেন। নিম্নে হাদীসটি এর প্রকৃষ্ট নমুনা।

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ – صلى الله عليه وسلم – قَالَ « لاَ حَسَدَ إِلاَّ فِى اثْنَتَيْنِ رَجُلٌ عَلَّمَهُ اللَّهُ الْقُرْآنَ فَهُوَ يَتْلُوهُ آنَاءَ اللَّيْلِ وَآنَاءَ النَّهَارِ فَسَمِعَهُ جَارٌ لَهُ فَقَالَ لَيْتَنِى أُوتِيتُ مِثْلَ مَا أُوتِىَ فُلاَنٌ فَعَمِلْتُ مِثْلَ مَا يَعْمَلُ ، وَرَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ مَالاً فَهُوَ يُهْلِكُهُ فِى الْحَقِّ فَقَالَ رَجُلٌ لَيْتَنِى أُوتِيتُ مِثْلَ مَا أُوتِىَ فُلاَنٌ فَعَمِلْتُ مِثْلَ مَا يَعْمَلُ »

আবূ হুরাইরাহ (রাদ্বি.) হতে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, দু ব্যক্তি ব্যতীত অন্য কারও সাথে হিংসা করা যায় না। এক ব্যক্তি, যাকে আল্লাহ্ তা'আলা কুরআন শিক্ষা দিয়েছেন এবং সে তা দিন-রাত তিলাওয়াত করে। আর তা শুনে তার প্রতিবেশীরা তাকে বলে, হায়! আমাদেরকে যদি এমন জ্ঞান দেয়া হত, যেমন অমুককে দেয়া হয়েছে, তাহলে আমিও তার মত 'আমল করতাম। অন্য আর এক ব্যক্তি, যাকে আল্লাহ সম্পদ দান করেছেন এবং সে সম্পদ সত্য ও ন্যায়ের পথে খরচ করে। এ অবস্থা দেখে অন্য এক ব্যক্তি বলে: হায়! আমাকে যদি অমুক ব্যক্তির মত সম্পদ দেয়া হত, তাহলে সে যেমন ব্যয় করছে, আমিও তেমনি ব্যয় করতাম।[৪৪]

কষ্টকে উপেক্ষা করে মুখস্থ করা:

যে কোন ভাল কিছু অর্জন করতে চাইলে সে জন্যে শ্রম অপরিহার্য। এ কাজেও যথাযথ মেহনত জরুরী। সাহাবী আবু হুরাইয়া (রাদ্বি.) এর জীবনী এর বাস্তব্য প্রমাণ। ইমাম বুখারী (রাহি.) এভাবে বর্ণনা করেন।

---

৪৩. সহীহুল বুখারী, পৃ: ১০৩; পরিচ্ছেদ: بَابُ الْعِلْمُ قَبْلَ الْقَوْلِ وَالْعَمَلِ

৪৪. সহীহুল বুখারী হা/নং ৫০২৬।

www.WaytoJannah.com

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ إِنَّ النَّاسَ يَقُولُونَ أَكْثَرَ أَبُو هُرَيْرَةَ ، وَلَوْلاَ آيَتَانِ فِى كِتَابِ اللَّهِ مَا حَدَّثْتُ حَدِيثًا ، ثُمَّ يَتْلُو (إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ) إِلَى قَوْلِهِ (الرَّحِيمُ) إِنَّ إِخْوَانَنَا مِنَ الْمُهَاجِرِينَ كَانَ يَشْغَلُهُمُ الصَّفْقُ بِالأَسْوَاقِ ، وَإِنَّ إِخْوَانَنَا مِنَ الأَنْصَارِ كَانَ يَشْغَلُهُمُ الْعَمَلُ فِى أَمْوَالِهِمْ ، وَإِنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ كَانَ يَلْزَمُ رَسُولَ اللَّهِ – صلى الله عليه وسلم – بِشِبَعِ بَطْنِهِ وَيَحْضُرُ مَا لاَ يَحْضُرُونَ ، وَيَحْفَظُ مَا لاَ يَحْفَظُونَ .

আবূ হুরাইরাহ (রাদ্বি.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন: লোকে বলে আবূ হুরাইরাহ (রাদ্বি.) অধিক হাদীস বর্ণনা করে। (জেনে রাখ) কিতাবে দুটি আয়াত যদি না থাকত, তবে আমি একটি হাদীসও পেশ করতাম না। অতঃপর তিনি তিলাওয়াত করেছেন:

"আমি সেসব স্পষ্ট নিদর্শন ও পথ-নির্দেশ অবতীর্ণ করেছি মানুষের জন্য কিতাবে তা বিস্তারিত বর্ণনার পরও যারা তা গোপন রাখে আল্লাহ তাদেরকে অভিশাপ দেন এবং অভিশাপকারীগণও তাদেরকে অভিশাপ দেয় কিন্তু যারা তাওবাহ করে এবং আত্মসংশোধন করে এবং প্রকাশ করে দেয় যে, আমি তাদের (ক্ষমার) জন্য ফিরে আসি, আর আমি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।"[৪৫]।

(প্রকৃত ঘটনা এই যে,) আমার মুহাজির ভাইয়েরা বাজারে কেনা বেচায় এবং আমার আনসার ভাইয়েরা সম্পদের কাজে মশগুল থাকত। আর আবূ হুরাইরাহ (রাদ্বি.) ভুক্ত থেকে আল্লাহর রাসূল (সা.)-এর সঙ্গে লেগে থাকত। তাই তারা যখন উপস্থিত থাকত না, তখন সে উপস্থিত থাকত। আর তারা যা মুখস্থ করত না সে তা মুখস্থ রাখত।[৪৬]

সুবহানাল্লাহ! দেখুন আবূ হুরাইরাহ (রাদ্বি.) কত কষ্ট করে ইলম অর্জন করেছেন। তাই তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিস হতে পেরে ছিলেন।

বিশ্রাম নিয়ে মুখস্থ করা:

মুখস্থর জন্যে প্রয়োজন উপযুক্ত মন। দুশ্চিন্তা, টেনশন, বিরক্তিভাবও ঘুম ঘুম ভাব মুখস্থর জন্যে প্রতিবন্ধক। তাই শিক্ষার্থীকে এসব থেকে মুক্ত থাকতে হবে। হাদীস থেকে ও আমরা এ শিক্ষা পাই।

৪৫. আল-কুরআন, সূরাহ আল-বাক্বারা ২/১৫৯-১৬০।
৪৬. সহীহুল বুখারী, হা/নং ১১৯, ২০৪৭, ২৩৫০, ৩৬৪৮,৭৩৫৪।

www.WaytoJannah.com

جُنْدَبِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ النَّبِيِّ – صلى الله عليه وسلم – قَالَ « اقْرَءُوا الْقُرْآنَ مَا ائْتَلَفَتْ قُلُوبُكُمْ ، فَإِذَا اخْتَلَفْتُمْ فَقُومُوا عَنْهُ »

যুনদুব ইবনু আবদুল্লাহ (রাদ্বি.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী (সা.) বলেছেন, তোমরা আল-কুরআন পাঠ করতে থাক যতক্ষন পর্যন্ত মনের চাহিদার অনুকূল হয় । আর যখন (তাতে) মনোসংযোগ ব্যাঘাত পড়ে তখন তা ত্যাগ কর।[৪৭]

সফরে তিলাওয়াত করা:

সফর অবস্থায় বাসে, প্লেনে ও যে কোন সময় সুযোগ পেলে আল-কুরআন মুখস্থ আবৃতি করা। অথবা ছোট পকেট কুরআন দেখে পড়া। কিংবা মোবাইল মেমোরী বা লেপটপ থেকে আল-কুরআন মুখস্থ করা। এভাবে অভ্যাস করলে আল-কুরআন মুখস্থ করা সহজ হবে। স্বয়ং রাসূল (ছা:)ও সফরে আল-কুরআন পাঠ করেছেন।

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنَ مُغَفَّلٍ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ – صلى الله عليه وسلم – يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ وَهْوَ يَقْرَأُ عَلَى رَاحِلَتِهِ سُورَةَ الْفَتْحِ .

আবদুল্লাহ ইবনু মুগাফফাল (রাদ্বি.) বলেন, মক্কাহ বিজয়ের দিন আমি রাসূল (সা.)-কে (উটের পিঠ) আরোহন অবস্থায় 'সূরাহ আল ফাত্হ তিলাওয়াত করতে দেখেছি।[৪৮]

রাস্তায় চলাচল অবস্থায় মুখস্থ করা:

আপনার যে সব সূরাহ মুখস্থ আছে তা রাস্তায় চলাচল অবস্থায় মনে মনে পড়তে পারেন। এতে দুটি লাভ হবে।

এক: আল-কুরআন মুখস্থ রাখা সহজ হবে ও আল-কুরআন তিলাওয়াত এর সওয়াব পাওয়া যাবে।

দ্বিতীয়ত: আল্লাহর নিকট প্রশংসিত হবেন। যেমন হাদীসে এসেছে।

عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ – صلى الله عليه وسلم – « إِنَّ لِلَّهِ مَلاَئِكَةً يَطُوفُونَ فِي الطُّرُقِ ، يَلْتَمِسُونَ أَهْلَ الذِّكْرِ ،

৪৭. সহীহুল বুখারী, হা/নং ৫০৬০, ৫০৬১, ৭৩৬৪, ৭৩৬৫, সহীহ মুসলিম, হা/নং ২৬৬৭; আহমাদ, ১৮৮৩৮।

৪৮. সহীহুল বুখারী, হা/নং ৫০৩৪।

www.WaytoJannah.com

فَإِذَا وَجَدُوا قَوْمًا يَذْكُرُونَ اللَّهَ تَنَادَوْا هَلُمُّوا إِلَى حَاجَتِكُمْ . قَالَ فَيَحُفُّونَهُمْ بِأَجْنِحَتِهِمْ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا . قَالَ فَيَسْأَلُهُمْ رَبُّهُمْ وَهُوَ أَعْلَمُ مِنْهُمْ مَا يَقُولُ عِبَادِى قَالُوا يَقُولُونَ يُسَبِّحُونَكَ ، وَيُكَبِّرُونَكَ ، وَيَحْمَدُونَكَ وَيُمَجِّدُونَكَ .

قَالَ فَيَقُولُ هَلْ رَأَوْنِى قَالَ فَيَقُولُونَ لاَ وَاللَّهِ مَا رَأَوْكَ . قَالَ فَيَقُولُ وَكَيْفَ لَوْ رَأَوْنِى قَالَ يَقُولُونَ لَوْ رَأَوْكَ كَانُوا أَشَدَّ لَكَ عِبَادَةً ، وَأَشَدَّ لَكَ تَمْجِيدًا ، وَأَكْثَرَ لَكَ تَسْبِيحًا . قَالَ يَقُولُ فَمَا يَسْأَلُونِى قَالَ يَسْأَلُونَكَ الْجَنَّةَ . قَالَ يَقُولُ وَهَلْ رَأَوْهَا قَالَ يَقُولُونَ لاَ وَاللَّهِ يَا رَبِّ مَا رَأَوْهَا . قَالَ يَقُولُ فَكَيْفَ لَوْ أَنَّهُمْ رَأَوْهَا قَالَ يَقُولُونَ لَوْ أَنَّهُمْ رَأَوْهَا كَانُوا أَشَدَّ عَلَيْهَا حِرْصًا ، وَأَشَدَّ لَهَا طَلَبًا، وَأَعْظَمَ فِيهَا رَغْبَةً .

قَالَ فَمِمَّ يَتَعَوَّذُونَ قَالَ يَقُولُونَ مِنَ النَّارِ . قَالَ يَقُولُ وَهَلْ رَأَوْهَا قَالَ يَقُولُونَ لاَ وَاللَّهِ مَا رَأَوْهَا . قَالَ يَقُولُ فَكَيْفَ لَوْ رَأَوْهَا قَالَ يَقُولُونَ لَوْ رَأَوْهَا كَانُوا أَشَدَّ مِنْهَا فِرَارًا ، وَأَشَدَّ لَهَا مَخَافَةً . قَالَ فَيَقُولُ فَأُشْهِدُكُمْ أَنِّى قَدْ غَفَرْتُ لَهُمْ . قَالَ يَقُولُ مَلَكٌ مِنَ الْمَلاَئِكَةِ فِيهِمْ فُلاَنٌ لَيْسَ مِنْهُمْ إِنَّمَا جَاءَ لِحَاجَةٍ . قَالَ هُمُ الْجُلَسَاءُ لاَ يَشْقَى بِهِمْ جَلِيسُهُمْ » .

আবূ হুরাইরাহ (রাদ্বি.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহর একদল ফেরেশতা আছেন, যাঁরা আল্লাহর যিকর রত লোকদের খোজে পথে পথে ঘুরে বেড়ান। যখন তাঁরা কোথাও আল্লাহর যিকর রত লোকদের দেখতে পান, তখন ফেরেশতারা পরস্পরকে ডাক দিয়ে বলেন, তোমরা আপন আপন কাজ করার জন্য এগিয়ে এসো। তখন তাঁরা তাঁদের ডানাগুলো দিয়ে সেই লোকদের ঢেকে ফেলেন নিকটবর্তী আকাশ পর্যন্ত। তখন তাদের রব তাদেরকে জিজ্ঞাস করেন (যদিও ফেরেশতাদের চেয়ে তিনিই অধিক জানেন) আমার বান্দারা কী বলছে? তখন তাঁরা বলে, তারা আপনার পবিত্রতা বর্ণনা করছে, তারা আপনার শ্রেষ্ঠত্বের ঘোষণা দিচ্ছে,

www.WaytoJannah.com

তারা আপনার গুণগান করছে এবং তারা আপনার মাহাত্ম্য প্রকাশ করছেন। তখন তিনি জিজ্ঞাসা করবেন, তারা কি আমাকে দেখেছে? তখন তারা বলবেঃ হে আমাদের রব, আপনার শপথ! তারা আপনাকে দেখেনি। তিনি বলবেন, আচ্ছা, যদি তারা আমাকে দেখত, তাহলে কেমন হতো। তারা বলবে,তাহলে তারা আরও অধিক পরিমাণে আপনার ইবাদত করত, আরো অধিক আপনার মহত্ম্য ঘোষণা করত, আরো অধিক পরিমাণে আপনার পবিত্রতা বর্ণনা করত। বর্ণনাকারী বলেন, আল্লাহ বলেন, তারা আমার কাছে কী চায়? তাঁরা বলে, তারা আপনার কাছে জান্নাত চায়। তিনি জিজ্ঞাস করেন, তারা কি জান্নাত দেখেছে? ফেরেশতারা বলবে, না। আপনার সত্ত্বার কসম! হে রব! তারা তা দেখেনি। তিনি জিজ্ঞাস করবেন যদি তারা দেখত তবে তারা কী করত? তাঁরা বলবে, যদি তারা তা দেখত তাহলে তারা জান্নাতের আরো অধিক লোভ করতো, আরো বেশী চাইত এবং এর জন্য আরো বেশী বেশী আকৃষ্ট হত।

আল্লাহ্ তা'আলা জিজ্ঞাসা করেন, তারা কী থেকে আল্লাহর আশ্রয় চান? ফেরেশতাগণ বলেন, জাহান্নাম থেকে। তিনি জিজ্ঞাসা করেন, তারা কি জানান্নাম দেখেছে? তাঁরা জবাব দেবে, আল্লাহর কসম! হে রব! তারা জাহান্নাম দেখেনি। তিনি জিজ্ঞাস করবেন, যদি তারা তা দেখতে তাদের কী হত? তাঁরা বলবে, যদি তারা তা দেখত, তাহলে তারা তাদেকে দ্রুত পালিয়ে যেত এবং একে অত্যন্ত বেশী ভয় করত। তখন আল্লাহ তা'আলা বলেন, আমি তোমাদের সাক্ষী রাখছি, আমি তাদের ক্ষমা করে দিলাম।

তখন ফেরেশতাদের একজন বলবে তাদের মধ্যে অমুক ব্যক্তি আছে, যে তাদের অন্তর্ভুক্ত নয় বরং সে কোন প্রয়োজনে এখানে এসেছে। আল্লাহ তা'আলা বলবেন, তারা এমন উপবেশনকারী যাদের মাজলিসে উপবেশনকারী বিমুখ হয় না।[৪৯]

৪৯. সহীহুল বুখারী, হা/নং ৬৪০৮, সহীহ মুসলিম ৪৮/৮, হা/নং ২৬৮৯, আহমাদ ৭৪৩০।

www.WaytoJannah.com

প্রযুক্তির মাধ্যমে মুখস্থ করা:

আপনি ইচ্ছা করলে মোবাইল মেমোরিতে আল-কুরআন নিয়ে শুনে শুনে মুখস্থ করতে পারেন। এক্ষেত্রে কমপিউটার, ইন্টারনেট, সিডিসহ আধুনিক প্রযুক্তির মাধ্যমে মুখস্থ করতে পারেন।

দৈনিক একটি করে আয়াত মুখস্থ করা:

আপনি সময় না পেলে সিদ্ধান্ত নিন যে, আপনি দৈনিক একটি করে হলেও আয়াত মুখস্থ করবেন। এতে আপনি আঠর বছর পর হাফিজ হতে পারবেন। সুতরাং আসুন! আজ থেকে মুখস্থ শুরু করি। হে আল্লাহ তুমি আমাদেরকে তোমার কিতাব আল-কুরআন মুখস্থ করার সৌভাগ্য দান কর।

তাহাজ্জুদ সালাতের মাধ্যমে মুখস্থ করা:

ফরদ্ব সালাতের পর সর্বোত্তম সালাত হলো তাহাজ্জুদ সালাত। আপনি আল-কুরআন মুখস্থ করুণ। মুখস্থ পড়া গভীর রাতে আল্লাহর নিকট প্রেজেন্ট করুণ। টার্গেট ভিত্তিক বড় সূরাহ সালাতে পাঠ করুণ। রাসূলূল্লাহ (সা.) রাতে লম্বা তিলাওয়াতের জন্য উৎসাহ প্রদান করতে বলেন, যে ব্যক্তি রাত্রে দু'শত আয়াত পড়ার মাধ্যমে সালাত আদায় করবে সে একনিষ্ট অনুগতদের তালিকায় লিখিত হবে।৫০

তিনি আরো বলেন, যে ব্যক্তি রাতে এক শত আয়াত পড়ার মাধ্যমে সালাত আদায় করে সে গাফিলদের তালিকায় লিপিবদ্ধ হবে না।৫১ রাসূল (স.) নিজে এ আমল করতেন। এক রাতে ব্যথিত শরীর নিয়েও তিনি লম্বা ৭টি সূরাহ পাঠ করেছেন।৫২ সেগুলো হলো' আল- বাকারা' 'আল ইমরান' 'আন নিসা' 'আল মায়িদা' 'আল-আন-আম' 'আল আরাফ' 'আত-তাওবাহ'।

আল্লাহ আকবর! রাসূল (স.) কি কষ্ট করে তাহাজ্জুদ ছালত আদায় করতেন। আর আমরা কি করছি? সুতরাং আসুন আমরা এতে অভ্যস্ত হই। এতে আমরা একদিকে তাহাজ্জুদ সালতের সওয়াব পাব। অপরদিকে আল-কুরআন মুখস্থ রাখা আমাদের জন্যে সহজ হবে। হে আল্লাহ! তুমি আমাদের তাওফীক দাও।

---

৫০. আল- হাকিম, আল-মুসতাদরিক আলা সহীহাইন, হা/নং১১৬১: সহীহ ইবনু খুযাইমা, হা/নং ১১৪৩, শুয়াবুল ঈমান, হা/নং ২০০১, সহীহ।

৫১. আল- হাকিম, আল-মুসতাদরিক আলা সহীহাইন, হা/নং১১৬১।

৫২. আল-হাকিম, আল-মুসতাদরিক আলা-সহীহাইন, হা/নং১১৫৭।

www.WaytoJannah.com

২য় পর্ব

বিভিন্ন সালাতে রাসূলের কিরআত

রাসূল (সা.) মুসুল্লীদের ঈমান বৃদ্ধি, খারাপ আচরণ বন্ধ, দুনিয়া বিমুখতা, জাহান্নামের ভয়, জান্নাতের গভীর প্রেরণা সৃষ্টি ও সর্বত্র আল্লাহর আইন মেনে চলার দৃঢ় মানষিকতা সৃষ্টির লক্ষ্যে বিভিন্ন সালাতে বিভিন্ন সূরাহ ও আয়াত পাঠ করতেন। নিম্নে সালাত ভিত্তিক একটি বিশ্লেষণ প্রদত্ত হল:

ফজরের সালাতের কির'আত:

রাসূল (সা.) ফজরের সালাত طوال المفصل দীর্ঘ বিস্তীর্ণ সূরাগুলো পাঠ করতেন।[৫৩] এগুলো হলো সূরাহ ক্বাফ, যারিআত, ত্বর, নাজম, ক্বামার, রাহমান ও ওয়াক্বিআহ। আবার কখনো قصارالمفصل নাতিদীর্ঘ সূরাহ যেমন إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ (৮১:৬) পাঠ করতেন।[৫৪] তিনি ফজরের সালাতে সূরাহ'আল মু'মিনূন[৫৫], সূরাহ 'রুম' (৩০:৬০),[৫৬] সূরাহ' ইয়াসীন[৫৭] (৩৬:৮৩), অছ্ ছাফাত (৭৭:১৮২) পাঠ করতেন।[৫৮] তিনি জুম'আর দিনের ফজর সালাতে প্রথম রাক'আতে আলিফ লা-ম মীম তানযিলুস সাজদাহ (৩২:৩০) ও দ্বিতীয় রাক'আতে হাল আতা-আলাল ইনসান (৭৬:৩১) পাঠ করতেন।[৫৯] তিনি প্রথম রাক'আত দীর্ঘ করতেন এবং দ্বিতীয় রাক'আত সংক্ষিপ্ত করতেন। একদা তিনি উভয় রাক'আতেই

---

৫৩. সহীহ সনদে নাসাঈ, হা/নং ৯৯০।
৫৪. নাসাঈ, হা/নং ৯৫৯, সহীহ।
৫৫. সহীহুল বুখারী মুআল্লাক, বাব নং ১০৫: আহমদ, হা/নং ১৫৭৯৩।
৫৬. উত্তম সনদে নাসাঈ, হা/নং ৯৫৫।
৫৭. আহমাদ, ৪র্থ খন্ড,পৃ: ৩৪, হা/নং ১৬৮৪১, সহীহ: ত্বাবারানী, আল-আওসাত্ব, দ্বিতীয় খন্ড, পৃ: ১১৯।
৫৮. নাসাঈ, হা/নং ৮২৬, সহীহ।
৫৯. সহীহুল বুখারী হা/নং ৮৯১, ১০৬৮।

www.WaytoJannah.com

إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا (৯৯:৮) পাঠ করেন।[৬০] একবার সফরাবস্থায় তিনি قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ এবং قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ পাঠ করেন।[৬১]

ফজরের সুন্নাতে কির'আত:

রাসূল (সা.) কখনো সূরাহ ফাতিহার পর প্রথম রাক'আতে (২:১৩৬) আয়াত তথা قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا এর শেষ পর্যন্ত পড়তেন। এবং দ্বিতীয় রাক'আতে (৩:৬৪) আয়াত তথা قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ এর শেষ পর্যন্ত পড়তেন।[৬২] আবার কখনো এর (৩:৬৪) পরিবর্তে (৩:৫২) তথা এই আয়াত فَلَمَّا أَحَسَّ عِيسَى مِنْهُمُ الْكُفْرَ এর শেষ পর্যন্ত পড়তেন।[৬৩] কখনো প্রথম রাকআতে قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ (১০৯:৬) ও দ্বিতীয় রাক'আতে قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ পড়তেন[৬৪]

যোহর সালাত ও আছরের সালাতের কির'আত:

রাসূল (সা.) যোহর ও আছর সালাতে কখনো সূরাহ"ওয়াস্সামাই অতত্বারিক" বা ওয়াস সামাই যা-তিল বুরুয" কিংবা ওয়াল রাইলি ইযা ইয়াগশা" বা এ জাতীয় অন্য কোন সূরাহ পাঠ করতেন।[৬৫] তিনি মাঝে মাঝে 'ইযাস সামা-ইন শাককাত' বা এ জাতীয় সূরাও পাঠ করতেন।[৬৬]

মাগরিবের সালাতের কির'আত:

নাবী (সা.) মাগরিবের সালাতে কখনো কখনো মুফাছছাল অংশের সংক্ষিপ্ত সূরাগুলো (قصار المفصل) পাঠ করতেন।[৬৭] তিনি কোন এক সফরে মাগরিবের দ্বিতীয় রাক'আতে ওয়াত্তীনি ওয়যিাইতুন (৯৫:৮) পাঠ করেন।[৬৮] তিনি আল-মুরসিলাত[৬৯], তুর[৭০] পাঠ করেছেন। কখনো তিনি দীর্ঘ বিস্তীর্ণ (مفصل طوال) এবং নাতি দীর্ঘ (أوساط) সূরাহ পাঠ

---

৬০. সহীহ সনদে আবূ দাউদ, হা/নং ৮১৬।
৬১. আবূ দাউদ, হা/নং ১৪৬৪; ইবনু খুযাইমাহ ১/৬৯/২।
৬২. সহীহ মুসলিম, হা/নং১৭২৪।
৬৩. সহীহ মুসলিম, হা/নং১৭২৫।
৬৪. সহীহ মুসলিম, হা/নং১৭২৩।
৬৫. আবূ দাউদ, হা/নং ৮০৫, দারিমী, হা/নং ১৩৩৮, হাদীসটি হাসান সহীহ, সহীহ আবু দাউদ, হা/নং ৮০৫।
৬৬. সহীহ ইবনু খুযাইমা, সানাদ সহীহ, হা/নং৫১১।
৬৭. নাসাঈ, হা/নং ৮৭২; আহমাদ, হা/নং ৭৬৫০; আবূ দাউদ, হা/নং ৯৮৯; তিরমিযী, হা/নং২৮২, সহীহ।
৬৮. সুলাইমান বিন দাউদ বিন জারূদ, মুসনাদু আবী দাউদ আত-ত্বায়ালিসী, তাহক্বীক: ড. মহাম্মাদ বিন মুহসিন তুরকী, হা/নং৭৩৩,৭৬৯, আল্লামা আলবানী সহীহ বলেছেন।
৬৯. সহীহুল বুখারী, হা/নং ৭৬৩; সহীহ মুসলিম, হা/নং ১০৬১।
৭০. সহীহুল বুখারী, হা/নং ৭৬৫; সহীহ মুসলিম, হা/নং ১০৬৩।

www.WaytoJannah.com

করতেন।[৭১] কখনো তিনি الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ সূরাহ মুহাম্মাদ (৪৭:৩৪) পাঠ করতেন।[৭২] কোন কোন সময় আল আরাফ (৭:২০৬) উভয় রাক'আতে পাঠ করতেন।[৭৩] আর কখনো উভয় রাক'আতের আল-আনফাল (৮:৭৫) পাঠ করতেন।[৭৪]

মাগরিবের সুন্নাত সালাতে ক্বিরা'আত:

রাসূলুল্লাহ (সা.) মাগরিবের সুন্নত সালাতে 'কুল ইয়া আইয়্যুহাল কাফিরুন' (১০৯:৬) ও'কুল হুওয়াল্লাহু আহাদ (১১২:৪) পাঠ করতেন।[৭৫]

ইশার সালাতের কির'আত:

নাবী (সা.) ইশার প্রথম দু'রাক'আতে মুফাছছাল অংশের মধ্যম সূরাগুলো পাঠ করতেন।[৭৬] তিনি কখনো 'ওয়াশ শামসি ওয়াযযুহা-হা' (৯১:১৫) বা অনুরূপ সূরাগুলো পাঠ করতেন।[৭৭] একবার সফরে প্রথম রাক'আতে ওয়াত্তীনি ওয়ায যাইতুন (৯৫:৮) পাঠ করেন।[৭৮] কখনো 'ইয়াসসাম-উন শ্বাক্বক্বাত' (৮৪:২৫) পাঠ করতেন এবং এর ভিতর সাজদাহ করতেন।[৭৯] তিনি এই সালাতে কিরা'আত দীর্ঘ করতে নিষেধ করেছেন। যেমন তিনি মুয়ায (রা) কে বলেন, হে মুয়ায! তুমি কি ফিৎনাবাজ হতে চাও? যখন লোক জনের ইমামত করবে তখন পড়বে ওয়াশশামসি ওয়ায যুহা-হা' (৯১:১৫) সাব্বিহিসমা রাব্বিকাল আ'লা (৭৭:১৯) ইক্বরা বিসমি রাব্বিকাল্লাযী খালাক্ব, (৯৬:১৯) 'ওয়াল্লাইলি ইযা-ইয়াগশা' (৯২:২১) কেননা তোমার পিছনে বৃদ্ধ, দূর্বল বিশিষ্ট লোক সালাত পড়ে।[৮০]

রাতের নফল সালাতের কির'আত:

হুযাইফা বিন ইয়ামান (রাদ্বি.) বলেন: আমি এক রাতে নাবী (সা.)-এর সাথে সালাত পড়ি। তিনি সূরাহ'বাকারা' দিয়ে শুরু করলেন। আমি

---

৭১. সহীহুল বুখারী, হা/নং ৭৬৪।
৭২. ইবনু খুযাইমা (১/১৬৬/২) ও ত্বাবারানী এবং মাক্বদিসী সানদ সহীহ।
৭৩. নাসাঈ, হা/নং ৯৯৯, সানাদ সহীহ।
৭৪. আল-মুজামুল কাবীর, হা/নং ৩৮৯, সানাদ সহীহ।
৭৫. আহমাদ, মাক্বাদিসী, নাসাঈ, ইবনু নছর ও ত্বারানী।
৭৬. নাসাঈ, হা/নং ৯৯০, সহীহ নাসাঈ, হা/নং ৯৮২, আহমাদ, হা/নং ৮২১২।
৭৭. তিরমিযী, হা/নং ৩৩০, সানাদ হাসান।
৭৮. তিরমিযী, হা/নং ৩১১, সানাদ সহীহ।
৭৯. সহীহুল বুখারী, হা/নং ৭৬৮, আবু দাউদ, হা/নং ১৪১০, সহীহ মুসলিম, হা/নং ১৩৩২; আহমদ, হা/নং ৭৩৪৯।
৮০. সহীহুল বুখারী, হা/নং ৭০৫।

www.WaytoJannah.com

মনে মনে বললাম, একশত আয়াত পূর্ণ করে হয়ত রুকু করবেন। কিন্তু না-তিনি অতিক্রম করে গেলেন। আমি ভাবলাম, হয়ত একে দুই রাক'আতে ভাগ করে পড়বেন-কিন্তু তাও নয়, তিনি পড়তে থাকলেন। এবার ভাবলাম এটা শেষ করে বোধ হয় রুকু করবেন, না তিনি সূরাহ নিসা' শুরু করলেন এবং পুরোটাও পড়ে ফেললেন। এরপর আল ইমরান ধরলেন ও পাঠও সম্পন্ন করলেন।[৮১]

তিনি প্রত্যেক রাত্রে সূরাহ বানী ইসরাঈল (১৭:১১১) ও সূরাহ যুমার (৩৯:৭৫) পাঠ করতেন।[৮২] কখনো তিনি প্রত্যেক রাক'আতে পঞ্চাশ বা ততোধিক আয়াত পাঠ করতেন।[৮৩] পূর্ণ এক রাত্রি তিনি একটি আয়াত ফজর পর্যন্ত বারংবার পাঠ করে করেন। আয়াতটি হচ্ছে এই:

إِنْ تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ

"তুমি যদি তাদেরকে শাস্তি দাও তবে তারা তো তোমারই বান্দাহ আর যদি তাদেরকে ক্ষমা কর তুমি তো মহাপরাক্রান্ত মহাপ্রজ্ঞার অধিকারী"।[৮৪]

এই আয়াতটি তিনি রুকুতে পড়েন, সাজাদাতে পড়েন এবং এর মাধ্যমে, দু'আও করেন। সকাল হলে আবূ যর (রাদ্বি.) তাকে বললেনঃ হে আল্লাহর রাসূল! আপনি গত রাতে এই একটি মাত্র আয়াত ফজর পর্যন্ত পড়তে থেকেছেন। রুকু, সাজদা এবং দুআতে এটাই পড়েছেন। অথচ আল্লাহ তা'আলা আপনাকে পূর্ণ কুরআন শিক্ষা দিয়েছেন। আমাদের মধ্যে কেউ এ রকম করলে আমরা তা আপত্তি কর ভাবতাম। তিনি বললেন: আমি আমার রবের নিকট আমার উম্মতের জন্য সুপারিশাধিকার আবেদন করি ফলে তিনি আমাকে তা দান করেছেন। যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক করবে না সে ইনশাআল্লাহ তা লাভ করবে।[৮৫]

এক ব্যক্তি তাঁকে বলল, হে আল্লাহর রাসূল! আমার এক প্রতিবেশী রয়েছে যে রাত্রিকালীন সালাত পড়ে তবে সে তাতে قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ব্যতীত অন্য কোন কির'আত পড়ে না; এটাই বারবার পাঠ করে, অতিরিক্ত কিছুই পড়ে না। অভিযোগকারী যেন একে অপর্যাপ্ত মনে করেছেন। আল্লাহর নাবী (সা.) বললেন: ঐ সত্ত্বার শপথ যাঁর হাতে আমার প্রাণ রয়েছে এই সূরাহ আল-কুরআনের এক তৃতীয়াংশের সমান।[৮৬]

---

৮১. সহীহ মুসলিম, হা/নং ১৮৫০।
৮২. আহমাদ, হা/নং ২৩২৫২; সুনানু আন-নাসাই আল-কুবরা, হা/নং ১০৫৪৮, সহীহ।
৮৩. সহীহুল বুখারী, হা/নং ১৭৮৭; সহীহ মুসলিম হা/নং ১৮৩৭।
৮৪. আল-কুরআন, সূরাহ আল মায়িদা (৫), আয়াত: ১১৮, সুনানু আন-নাসাই আল-কুবরা, হা/নং ১১১৬১।
৮৫. আহমাদ, হা/নং ২০৩৬৫, সহীহ।
৮৬. সহীহুল বুখারী, হা/নং ৪৬২৭; আহমাদ হা/নং ১৫৪৮।

www.WaytoJannah.com

বিতরের সালাত কির'আত:

নাবী (সা.) প্রথম রাক'আতে 'সাব্বিহিসমা রাব্বিকাল আলা'। (৮৭:১৯) দ্বিতীয় রাক'আতে 'কুল ইয়া আইয়ুহাল কাফিরুন' (১০৯:৬) এবং তৃতীয় রাক'আতে কুল হুয়াল্লাহু আহাদ (১১২:৪)। পড়তেন[৮৭]। কখনো সূরাহ ইখলাছের সাথে তৃতীয় রাক'আতে কুল আউযু বিরাব্বিল ফালাক' (১১৩:৫)ও 'কুল আ'উযু বিরাব্বিন্ না-স' (১১৪:৬) যোগ করতেন।[৮৮] একবার বিতরের (বেজোড়) রাক'আতে তিনি সূরাহ নিসা' (৪:১৭৬) থেকে একশত আয়াত পাঠ করেন।[৮৯]

জুম'আহ্র সালাতের কির'আত:

রাসূল (সা.) কখনো প্রথম রাকাআতে সূরাহ জুম'আহ (৬২:১১) পড়তেন এবং পরের রাক'আতে ইয-জা-আকাল মুনাফিকুন (৬৩:১১) পড়তেন।[৯০] কখনো প্রথম রাক'আতে 'সাব্বিহিসমা রাব্বিকাল আ'লা (৮৭:১৯) ও দ্বিতীয় রাক'আতে 'হাল আতাকা' পড়তেন।[৯১]

দুই ঈদের সালাতের কির'আত:

নাবী (সা.) কখনো ঈদের সালাতের প্রথম রাক'আতে 'সাব্বিহিসমা রাব্বিকাল আলা" পড়তেন এবং দ্বিতীয় রাক'আতে "হাল আতাকা" পড়তেন।[৯২] আবার কখনো দুই রাক'আতে "ক্ব-ফ ওয়াল কুরআনিল মাজীদ" (৫০:৪৫) ও ইক্বতারাবাতিস্ সা'আহ" (৫৪:৫৫)[৯৩] পড়তেন।

জুম'আহ্র খুতবায় কুরআন তিলাওয়াত:

রাসূল (সা.) জুম'আহ্'র খুতবায় সূরাহ ক্বফ পড়তেন।[৯৪]

---

৮৭. আল- হাকিম, আল-মুসতাদরিক আলা সহীহাইন, হা/নং ৩৯২১।
৮৮. সহীহ ইবনু মাযা, হানং ১১৭৩, সহীহ, দারাকুত্বনী, হা/নং ১৬৯৫: দারিমী, হা/নং ১৬৪১।
৮৯. সহীহ নাসাঈ, হা/নং ১৭২৮।
৯০. সহীহ মুসলিম, হা/নং ২০৬৩।
৯১. সহীহ মুসলিম, হা/নং২০৬৫।
৯২. সহীহ মুসলিম, হা/নং২০৬৫।
৯৩. সহীহ মুসলিম, হা/নং ২০৯৬।
৯৪. সহীহ মুসলিম, হা/নং ২০৫১।

www.WaytoJannah.com

৩য় পর্ব

ঘুমের পূর্বে রাসূলের আল-কুরআন পাঠ

ঘুম মৃত্যু সমতুল্য। এই ঘুম থেকে আল্লাহ যাকে ইচ্ছা তাকে তার রুহ ফিরে দেন। আর যাকে ইচ্ছা একবারে নিয়ে নেন। তাই একজন মুসলিমকে প্রতি ঘুমে শেষবারের মত ঘুমাতে হয়। এ সময় অনেক দুআ ও সূরাহ পাঠ করার কথা হাদীসে এসেছে। রাসূল (সা.)ও অনেক আয়াত ও সূরাহ এ সময় পাঠ করতেন। রাসূল (সা.) ঘুমের পূর্বে যে সব আয়াত ও সূরাহ পাঠ করতেন তা নিম্নে দেওয়া হলো:

তিনি সূরাহ বাকারাহ এর শেষে দু'আয়াত পাঠ করতেন। হাদীসে এসেছে

عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ (، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ (: الْآيَتَانِ مِنْ آخِرِ سُورَةِ الْبَقَرَةِ مَنْ قَرَأَ بِهِمَا فِي لَيْلَةٍ كَفَتَاهُ.

আবূ মাস'ঊদ আনসারী (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (সা.) বলেছেন, যদি কোন ব্যক্তি সূরাহ বাক্বারার শেষ দু'টি আয়াত পাঠ করে, তবে এটাই তার জন্য যথেষ্ঠ।[৯৫]

রাসূল (সা.) ঘুমের পূর্বে সূরাহ ইখলাস, সূরাহ ফালাক, সূরাহনাস পাঠ করতেন। হাদীসে এসেছে।

وعَنْ أم المؤمنين عَائِشَةَ رضي الله عنها، أَنَّ النَّبِيَّ (كَانَ إِذَا أَوَى إِلَى فِرَاشِه كُلَّ لَيْلَة، جَمَعَ كَفَّيْه ثُمَّ نَفَثَ فِيهِمَا، فَقَرَأَ فِيهِمَا: (قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ (و(قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ (و(قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ (، ثُمَّ يَمْسَحُ بِهِمَا مَا اسْتَطَاعَ مِنْ جَسَدِه، يَبْدَأُ بِهِمَا عَلَى رَأْسِه وَوَجْهِهِ وَمَا أَقْبَلَ مِنْ جَسَدِه، يَفْعَلُ ذَلِكَ ثَلَاثَ مَرَّات

আয়িশাহ (রা.) হতে বর্ণিত যে, প্রতি রাতে নবী (সা.) বিছানায় যাওয়ার প্রাক্কালে সূরাহ ইখলাস, সূরাহ ফালাক, সূরাহ নাস পাঠ করে দু'

৯৫. সহীহুল বুখারী হা/নং ৫০৪০: আধুনিক প্রকাশনী, হা/নং ৪৬৬৭: ইসলামিক ফাউন্ডেশন, হা/নং ৪৬৭১।

www.WaytoJannah.com

হাত একত্রে ফুঁক দিয়ে যতদূর সম্ভব সমস্ত শরীরে হাত বুলাতেন। মাথা ও মুখ থেকে আরম্ভ করে তাঁর দেহের সম্মুখ ভাগের উপর হাত বুলাতেন এবং তিনবার এরূপ করতেন।[৯৬]

তিনি আয়াতুল কুরসী পাঠ করতেন। হাদীসে এসেছে,

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (، قَالَ: وَكَّلَنِي رَسُولُ اللَّه (بحفْظ زَكَاة رَمَضَانَ، فَأَتَانِي آت فَجَعَلَ يَحْثُو منَ الطَّعَامِ، فَأَخَذْتُهُ وَقُلْتُ: وَاللَّهِ لاَرْفَعَنَّكَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ (، قَالَ: إِنِّي مُحْتَاجٌ، وَعَلَيَّ عِيَالٌ، وَلِي حَاجَةٌ شَدِيدَةٌ. قَالَ: فَخَلَّيْتُ عَنْهُ. فَأَصْبَحْتُ، فَقَالَ النَّبِيُّ : يَا أَبَا هُرَيْرَةَ، مَا فَعَلَ أَسِيرُكَ الْبَارِحَةَ؟

قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّه، شَكَا حَاجَةً شَدِيدَةً وَعِيَالاً، فَرَحِمْتُهُ فَخَلَّيْتُ سَبِيلَهُ. قَالَ: أَمَا إِنَّهُ قَدْ كَذَبَكَ، وَسَيَعُودُ. فَعَرَفْتُ أَنَّهُ سَيَعُودُ لقَوْلِ رَسُولِ اللَّه (إِنَّهُ سَيَعُودُ، فَرَصَدْتُهُ، فَجَاءَ يَحْثُو منَ الطَّعَامِ، فَأَخَذْتُهُ فَقُلْتُ: لاَرْفَعَنَّكَ إِلَى رَسُولِ اللَّه (. قَالَ: دَعْنِي فَإِنِّي مُحْتَاجٌ، وَعَلَيَّ عِيَالٌ، لاَ أَعُودُ. فَرَحِمْتُهُ فَخَلَّيْتُ سَبِيلَهُ. فَأَصْبَحْتُ، فَقَالَ لِي رَسُولُ اللَّه : يَا أَبَا هُرَيْرَةَ، مَا فَعَلَ أَسِيرُكَ؟ قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّه، شَكَا حَاجَةً شَدِيدَةً وَعِيَالاً، فَرَحِمْتُهُ فَخَلَّيْتُ سَبِيلَهُ. قَالَ: أَمَا إِنَّهُ قَدْ كَذَبَكَ، وَسَيَعُودُ. فَرَصَدْتُهُ الثَّالِثَةَ، فَجَاءَ يَحْثُو منَ الطَّعَامِ، فَأَخَذْتُهُ فَقُلْتُ: لاَرْفَعَنَّكَ إِلَى رَسُولِ اللَّه وَهَذَا آخِرُ ثَلاَثِ مَرَّاتٍ، إِنَّكَ تَزْعُمُ لاَ تَعُودُ ثُمَّ تَعُودُ. قَالَ: دَعْنِي أُعَلِّمْكَ كَلِمَاتٍ يَنْفَعُكَ اللَّهُ بِهَا. قُلْتُ: مَا هُنَّ؟ قَالَ: إِذَا أَوَيْتَ إِلَى فِرَاشِكَ فَاقْرَأْ آيَةَ الْكُرْسِيِّ اللَّهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ (البقرة: ٢٥٥) حَتَّى تَخْتِمَ الآيَةَ، فَإِنَّكَ لَنْ يَزَالَ عَلَيْكَ منَ اللَّهِ حَافِظٌ، وَلاَ يَقْرَبَنَّكَ شَيْطَانٌ حَتَّى تُصْبِحَ. فَخَلَّيْتُ سَبِيلَهُ. فَأَصْبَحْتُ فَقَالَ لِي رَسُولُ اللَّه(: مَا فَعَلَ أَسِيرُكَ الْبَارِحَةَ؟ قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّه، زَعَمَ أَنَّهُ يُعَلِّمُنِي كَلِمَاتٍ يَنْفَعُنِي اللَّهُ بِهَا فَخَلَّيْتُ سَبِيلَهُ. قَالَ: مَا هِيَ؟ قُلْتُ: قَالَ لِي: إِذَا أَوَيْتَ إِلَى فِرَاشِكَ فَاقْرَأْ آيَةَ الْكُرْسِيِّ مِنْ أَوَّلِهَا حَتَّى تَخْتِمَ الآيَةَ

৯৬. সহীহুল বুখারী হা/নং ৫০১৭, ৫৭৪৮, ৬৩১৯, আধুনিক প্রকাশনী, হা/নং ৪৬৪৪, ইসলামিক ফাউন্ডেশন, হা/নং ৪৬৪৮।

www.WaytoJannah.com

(اللَّهُ لاَ إِلَهَ إِلاَ هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ . وَقَالَ لِي: لَنْ يَزَالَ عَلَيْكَ مِنَ اللَّه حَافِظٌ وَلاَ يَقْرَبَكَ شَيْطَانٌ حَتَّى تُصْبِحَ، وَكَانُوا أَحْرَصَ شَيْءٍ عَلَى الْخَيْرِ. فَقَالَ النَّبِيُّ : أَمَا إِنَّهُ قَدْ صَدَقَكَ وَهُوَ كَذُوبٌ. تَعْلَمُ مَنْ تُخَاطِبُ مُنْذُ ثَلاَث لَيَالٍ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ؟ قَالَ: لاَ. قَالَ: ذَاكَ شَيْطَانٌ.

আবূ হুরাইরাহ (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহর রাসূল (সা.) আমাকে রামাদ্বানের যাকাত হিসাব করার দায়িত্বে নিযুক্ত করলেন। এক ব্যক্তি এসে হাত ভর্তি করে খাদ্য সামগ্রী নিতে লাগল। আমি তাকে পাকড়াও করলাম এবং বললাম, আল্লাহর কসম আমি তোমাকে আল্লাহর রাসূল (সা.)-এর কাছে উপস্থিত করব। সে বলল, আমাকে ছেড়ে দিন। আমি খুব অভাবগ্রস্ত, আমার জিম্মায় পরিবারের দায়িত্ব রয়েছে এবং আমার প্রয়োজন তীব্র। তিনি বললেন আমি ছেড়ে দিলাম।

যখন সকাল হলো, তখন নবী (সা.) আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, হে আবূ হুরাইরা! তোমার রাতের বন্দী কি করলে? আমি বললাম হে আল্লাহর রাসূল! সে তার তীব্র অভাব ও পরিবার, পরিজনের কথা বলায় তার প্রতি আমার দয়া হয়, তাই তাকে আমি ছেড়ে দিয়েছি। তিনি বললেন, সাবধান! সে তোমার কাছে মিথ্যা বলেছে এবং সে আবার আসবে।

আল্লাহর রাসূল (সা.)-এর এ উক্তির কারণে আমি বুঝতে পারলাম যে, সে পুনরায় আসবে। কাজেই আমি তার অপেক্ষায় থাকলাম। সে এল এবং অঞ্জলি ভরে খাদ্য সামগ্রী নিতে লাগল। আমি ধরে ফেললাম এবং বললাম, আমি তোমাকে আল্লাহর রাসূল (সা.)-এর কাছে নিয়ে যাব। সে বলল আমাকে ছেড়ে দিন। কেননা, আমি খুবই দরিদ্র এবং আমার উপর পরিবার-পরিজনের দায়িত্ব ন্যস্ত, আমি আর আসব না। তার প্রতি আমার দয়া হল এবং আমি তাকে ছেড়ে দিলাম।

সকাল হলে আল্লাহর রাসূল (সা.) আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, হে আবূ হুরাইরাহ! তোমার বন্দি কি করলে? আমি বললাম হে আল্লাহর রাসূল (সা.)! সে তার তীব্র প্রয়োজন এবং পরিবার-পারজনের কথা বলায় তার প্রতি আমার দয়া হয়। তাই আমি তাকে ছেড়ে দিয়েছি। তিনি বললেন, খবরদার! সে তোমার কাছে মিথ্যা বলেছে এবং সে আবার আসবে।

তাই আমি তৃতীয়বার তার অপেক্ষায় রইলাম। সে আবার আসল এবং অঞ্জলি ভর্তি করে খাদ্য সামগ্রী নিতে লাগল। আমি তাকে পাকড়াও

www.WaytoJannah.com

করলাম এবং বললাম, আমি তোমাকে আল্লাহর রাসূল (সা.)-এর কাছে অবশ্যই নিয়ে যাব। এ হলো তিনবারের শেষবার। তুমি প্রত্যেকবার বল যে, আর আসবে না, কিন্তু আবার আস। সে বলল, আমাকে ছেড়ে দাও। আমি তোমাকে কয়েকটি কথা শিখিয়ে দেব। যা দিয়ে আল্লাহ তোমাকে উপকৃত করবেন। আমি বললাম, সেটা কি? সে বলল, যখন তুমি রাতে শয্যায় যাবে তখন আয়াতুল কুরসী اَللّٰهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّوْمُ আয়াতের শেষ পর্যন্ত পড়বে। তখন আল্লাহর তরফ হতে তোমার জন্য একজন রক্ষক নিযুক্ত হবে এবং ভোর পর্যন্ত শয়তান তোমার কাছে আসতে পারবে না। কাজেই তাকে আমি ছেড়ে দিলাম। ভোর হলে আল্লাহর রাসূল (সা.) আমাকে বললেন, গত রাতের তোমার বন্দী কী করলে? আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! সে আমাকে বলল যে, সে আমাকে কয়েটি বাক্য শিক্ষা দেবে যা দিয়ে আল্লাহ আমাকে লাভবান করবেন। তাই আমি তাকে ছেড়ে দিয়েছি।

তিনি আমাকে বললেন, এই বাক্যগুলো কী? আমি বললাম, সে আমাকে বলল, যখন তুমি তোমার বিছানায় শুতে যাবে তখন আয়াতুল কুরসী اَللّٰهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّوْمُ প্রথম হতে আয়াতের শেষ পর্যন্ত পড়বে এবং সে আমাকে বলল, এতে আল্লাহর তরফ হতে তোমার জন্য একজন রক্ষক নিযুক্ত থাকবেন এবং ভোর পর্যন্ত তোমার নিকট কোন শয়তান আসতে পারবে না।

নবী (সা.) বললেন, হ্যা, এ কথাটি তো সে তোমাকে সত্য বলেছে। কিন্তু হুশিয়ার, সে মিথ্যুক। হে আবু হুরাইরাহ! তুমি কী জান, তিন রাত ধরে তুমি কার সাথে কথাবার্তা বলেছিলে। আবূ হুরাইরাহ (রা.) বললেন না। তিনি বললেন, সে ছিল শয়তান।[৯৭]

তিনি সূরাহ কাফিরুন'[৯৮], সূরাহ বানী ইসরাঈল ও সূরাহ যুমার [৯৯], সূরাহ সাজদাহ ও সূরাহ মুলক'[১০০], সূরাহ বানী ইসরাঈল,সূরাহ হাদীদ,সূরাহ হাশর, সূরাহ ছফ, সূরাহ জুমুআহ,সূরাহ তাগাবুন' ও সূরাহ আলা' পড়তেন।[১০১]

---

৯৭. সহীহুল বুখারী হা/নং ২৩১১।
৯৮. তিরমিযী, হা/নং ৩৪০৪, সহীহ।
৯৯. তিরমিযী, হা/নং ২৯২০, সহীহ।
১০০. তিরমিযী, হা/নং ৩৪০৪, সহীহ।
১০১. তিরমিযী, হা/নং ৩৪০৬, সহীহ।

www.WaytoJannah.com

৪র্থ পর্ব
একজন মুসলিমের কতটকু আল-কুরআন মুখস্থ করা দরকার

একজন মুসলিমের কতটকু আল-কুরআন মুখস্থ করা দরকার এ বিষয়ে নিম্নে আলোচনা করা হলো:

ক. সম্পূর্ণ আল-কুরআন মুখস্থ করা:

প্রতিটি মুসলিমকে সম্পূর্ণ আল-কুরআন মুখস্থ করার জন্যে যথাসাধ্য চেষ্টা করা উচিত। এটি রাসূলের সুন্নাত। এর সওয়াবও অনেক। আর এঁরাই পৃথিবীর প্রথম শ্রেণীর মানব সম্পদ। প্রতিটি আলিমকে হাফিজ হওয়া উচিৎ। আর বুদ্ধিমান অবিভাবকের প্রধান দায়িত্ব হবে নিজে আল-কুরআন মুখস্থ করা ও সন্তানদেরকে সর্বপ্রথম আল-কুরআন মুখস্থ করানো।

খ. আয়াতুল আহকাম মুখস্থ করা:

একজন মুসলিমের দ্বিতীয় পর্যায়ে কর্তব্য হলো আয়াতুল আহকাম মুখস্থ করা। কারণ, এ আয়াতসমূহে সমস্ত বিধান বর্ণিত হয়েছে। সাহাবাগণও এসব আয়াত মুখস্থ করতেন। যেমন ইমাম বুখারী বর্ণনা করেন,

قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ تُوُفِّىَ رَسُولُ اللَّه – صلى الله عليه وسلم – وَأَنَا ابْنُ عَشْرِ سنينَ وَقَدْ قَرَأْتُ الْمُحْكَمَ .

ইবনু আব্বাস (রাদ্বি.) বলেছেন, যখন আল্লাহর রাসূল (সা.) ইন্তিকাল করেন, তখন আমার বয়স দশ বছর এবং আমি ঐ বয়সেই মুহকাম আয়াতসমূহ শিখে নিয়েছিলাম।১০২

গ. ইসলামী দাওয়ার জন্যে বিষয় ভিত্তিক আয়াত মুখস্থ করা:

জাহিলিয়াতের গাঢ় অন্ধকারের শিকল মূলোৎপাঠনের হাতিয়ার হলো মহাগ্রন্থ আল কুরআন। আল-কুরআন মানুষকে সঠিক পথ ও জান্নাতের আহবান করে। আল্লাহ বলেন,

---

১০২. সহীহুল বুখারী, হা/নং ৫০৩৫।

www.WaytoJannah.com

إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا

নিশ্চয়ই এ কুরআন সেই পথ দেখায় যা সোজা ও সুপ্রতিষ্ঠিত, আর যারা সৎ কাজ করে সেই মু'মিনদেরকে সুসংবাদ দেয় যে, তাদের জন্য রয়েছে মহা পুরস্কার।[১০৩]

আল কুরআন মানুষকে সর্তক করার জন্যে এসেছে। আল্লাহ বলেন

لِتُنْذِرَ قَوْمًا مَا أُنْذِرَ آبَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ

"যাতে তুমি সর্তক করতে পার এমন এক জাতিকে যাদের পিতৃপুরুষদেরকে সর্তক করা হয়নি, যার ফলে তারা গাফিল"।[১০৪] আল্লাহ আরো বলেন -"মানুষের কাছে কি এটা আশ্চর্যের বিষয় যে, আমি তাদেরই মধ্যেকার একজন লোকের কাছে অহী পাঠিয়েছি যে, লোকেদের সতর্ক করে দাও, আর যারা ঈমান আনে তাদেরকে সুসংবাদ দাও যে, তাদের জন্য তাদের রবের কাছে আছে মহা মর্যাদা, (কিন্তু) কাফিররা বলে, 'এ ব্যক্তি তো প্রকাশ্য যাদুকর"।[১০৫]

আল-কুরআন মানব জাতীর হেদায়াত। এই হেদায়াতকে মানুষের গোড় দুয়ারে পৌছে দেওয়ার আহবান কারীরা হলো ইসলামী আন্দোলনের কর্মীবৃন্দ। এ শিল্পের তারা মাঠ পর্যায়ের বড় বড় দাঈ। তাই শিরক বিদআত, কুফর, কুফরী মতবাদ সহ সকল জাহিলিয়াতকে দূর করার জন্যে ইসলামী আন্দোলনের কর্মীদেরকে আল-কুরআন আয়ত্ব করতে হবে। যে কোন বিষয়ে দ্রুত আল কুরআনের আয়াত পাঠ করে বুঝাতে হবে। তাই কর্মীদেরকে আল কুরআনের আলোকে আলোকিত আপোষহীন কর্মী হতে হবে। আল-কুরআনে বর্ণিত শ্রেষ্ঠ দাঈ হতে হবে। আল্লাহ বলেন.

ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ

জ্ঞান-বুদ্ধি আর উত্তম নাসীহাতের মাধ্যমে তুমি (মানুষকে) তোমার রবের পথে আহ্বান জানাও আর লোকদের সাথে বিতর্ক কর এমন পন্থায় যা অতি উত্তম। তোমার রব ভালভাবেই জানেন কে তাঁর পথ ছেড়ে

১০৩. আল-কুরআন, সূরাহ বানী ইসরাঈল (১৭), আয়াত: ৯।
১০৪. আল-কুরআন, সূরাহ ইয়াসিন (৩৬), আয়াত: ৬।
১০৫. আল-কুরআন, সূরাহ ইউনুস (১০), আয়াত: ২।

www.WaytoJannah.com

গুমরাহ হয়ে গেছে। আর কে সঠিক পথে আছে তাও তিনি বেশি জানেন।[১০৬]

এক্ষেত্রে ঈমান, তাওহীদ, সালাত, যাকাত, সিয়াম, হাজ্জ, শিরকের ভয়াবহতা, নিফাক, কুফর, ফিসক, বিদআত, মানবরচিত মতবাদ, মাযহাব, ফিরকা, ইসলামী শিষ্টাচার, মুয়ামিলাত ইত্যাদি বিষয়ের উপর ৩/৫/৭/১০টি করে আয়াত মুখস্থ করা যেতে পারে। বিষয়ের সাথে মিল রেখে ছোট ছোট হাদীস ও মুখস্থ করা যেতে পারে। এভাবে দাঈ তৈরী ও ইসলামী আন্দোলনের যোগ্য কর্মী গঠনের উদ্দেশ্যে আল্লাহ বলেন,

তাদের প্রত্যেক দল থেকে একটি অংশ কেন বের হয় না যাতে তারা দীন সম্পর্কে জ্ঞানের অনুশীলন করতে পারে এবং ফিরে আসার পর তাদের সম্প্রদায়কে সতর্ক করতে পারে যাতে তারা (অসদাচরণ) থেকে বিরত হয়?[১০৭]

সাহাবাগণ এ ভাবে ইসলামী দাওয়াহ বিষয়াবলী মুখস্থ করতেন। যেমন একদল সাহাবীকে ইসলামের মৌলিক কিছু বিষয় শিক্ষা দেওয়ার পর রাসূল (সা.) বললেন,

احْفَظُوهُنَّ وَأَخْبِرُوا بِهِنَّ مَنْ وَرَاءَكُمْ।

তোমরা এসব মুখস্থ কর আর তোমাদের পিছনে (বাড়ী ও এলাকায়) অবস্থিত মানবমন্ডলীকে এর সংবাদ পৌছে দাও।[১০৮]

ঘ. সালাতসহ বিভিন্ন সময়ে রাসূলের পঠিত আয়াত ও সূরাহসমূহ মুখস্থ করা:

রাসূল (সা.) কুরআন মুখস্থ করেছিলেন। সুতরাং আল-কুরআন মুখস্থ করা অন্যতম একটি সুন্নাত। রাসূল (সা.) সালাতে যা পাঠ করতেন তা পাঠ করাও সুন্নাত। এ সুন্নাত অনুসরণ করা আমাদের উচিৎ। রাসূল (সা.) যে সব সূরাহ বিভিন্ন সলাতে, জুমুআ বারে ও ঘুমের পূর্বে ও পরে পাঠ করতেন তা মুখস্থ করা একজন মুসলিম, মাসজিদের ইমাম ও ইসলামী আন্দোলনের কর্মীর অন্যতম কাজ। নীচে সুন্নাতী কিরআত এর তালিকা, দেওয়া হলো:

---

১০৬. আল-কুরআন, সূরাহ নাহল ১২৫।
১০৭. আল-কুরআন, সূরাহ আত-তাওবাহ (৯) আয়াত: ১২২।
১০৮. সহীহুল বুখারী, হা/ নং ৫৩।

www.WaytoJannah.com

সুন্নাতি কিরআত

উপরের আলোচনা থেকে আমরা অনেক সূরাহও আয়াত পাই। সেগুলো থেকে একাধিক বার উল্লেখিত আয়াত ও সূরাহ বাদ দিলে সাধারণ মুসলিমের কতটুকু আল-কুরআন মুখস্থ করা দরকার এর একটি তালিকা তৈরী করা যেতে পারে। নিম্নে এ তালিকা পেশ করা হলোঃ

সূরাহ আল- ফাতিহ	সূরাহ আল-বাকারাহ	সূরাহ আলু ইমরান
সূরাহ আন নিসা	সূরাহ আল-মায়িদাহ	সূরাহ আল-আন-আম
সূরাহ আল আরাফ	সূরাহ আল-আনফাল	সূরাহ আত-তাওবাহ
সূরাহ বানী ইসরাঈল	সূরাহ আল মু'মিনূন	সূরাহ রুম
সূরাহ আস-সাজদাহ	সূরাহ ইয়াসীন	সূরাহ আছ-ছাফফাত
সূরাহ আল-যুমার	সূরাহ মুহাম্মাদ	সূরাহ আল-ক্বাফ
সূরাহ আল-যারিআত	সূরাহ আত-ত্বুর	সূরাহ আন-নাজম
সূরাহ আল-ক্বামার	সূরাহ আর-রাহমান	সূরাহ আল-ওয়াক্বিআহ
সূরাহ আল-হাদীদ,	সূরাহ আল-হাশর	সূরাহ আছ-ছফ
সূরাহ আল জুম'আহ	সূরাহ আল-ইনসান	সূরাহ আল-মুনাফিকুন
সূরাহ তাগাবুন	সূরাহ আল মুলক	সূরাহ আল মুরসালাত
সূরাহ আত- তাকবীর	সূরাহ আল-ইনশিকাক	সূরাহ আল-বুরুয
সূরাহ আত-ত্বারিক	সূরাহ আ'লা	সূরাহ আল-গাশিয়া
সূরাহ আল-লাইল	সূরাহ আদ-দ্বুহা	সূরাহ ত্বীন
সূরাহ আলাক	সূরাহ কাফিরুন	সূরাহ আল-ইখলাছ
সূরাহ ফালাক	সূরাহ আন- নাস	

হে ভাই! আপনি কি সুন্নাত অনুযায়ী ফজর, যোহর, আছর, মাগরিব, ইশা, তাহজ্জুদ, তারাবীহ, বিতর, জুম'আহ্ ও দুই ঈদের সালাত আদায় করতে চান? সুন্নাত অনুযায়ী ঘুমাতে চান ও ঘুম থেকে উঠতে চান? তাহলে উক্ত সূরাহ সমূহ মুখস্থ করা আপনার উচিৎ।

www.WaytoJannah.com

শেষ কথা:

উপরের আলোচনায় আশাকরি সবার নিকট স্পষ্ট হয়েছে যে, একজন প্রথম শ্রেণীর মুসলিমের উচিৎ সম্পূর্ণ আল-কুরআন মুখস্থ করা ও ভবিষ্যত প্রজন্মকে মুখস্থ করানো। এটি সম্ভব না হলে দ্বিতীয় পর্যায়ে টার্গেট করতে হবে আয়াতে মুহকামাহ বা ইসলামী বিধান সম্বোলিত আয়াত সমূহ মুখস্থ করতে। কারণ, ইসলামী বিধান জানা একজন মুসলিমের আবশ্যক কর্তব্য। এটিও সম্ভব না হলে অন্ততঃ নিজের ও জাতির মুক্তির জন্যে সাধ্যমত বিষয় ভিত্তিক আয়াত সমূহ মুখস্থ করা দরকার। কারণ, মানুষ আল-কুরআন মানতে ও প্রচার করতে বাধ্য। এ বাধ্য কোন ঊর্ধতনের কমান্ড রক্ষার্থে নয়। বরং এটি আকাশ, বাতাস, পৃথিবী, আরশ ও জীবন-মরণের একচ্ছত্র অধিপতি আল্লাহর আদেশ পালনার্থে। শেষ পর্যায়ে একজন মুসলিমের উচিৎ সুন্নাত কিরআত মুখস্থ করা। কারণ, সুন্নাত অনুসরণের মধ্যে মুসলিম জাতির দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণ নিহিত রয়েছে।

হায় পরিতাপ! মানুষ আজ বাংলা, ইংরেজী, গণিত, বিজ্ঞান, কম্পিউটার সহ নানা বিষয়ে প্রতিযোগিতামূলক পড়া শুনা করছে। অনেকে উচ্চাসনে প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন। কিন্তু ঐ সব শিক্ষা মানুষের জন্য ফরদ্ব নয়। মানুষের জন্য ঐটা জায়েজ বা ঐচ্ছিক। শিখতে পারলে আল-হামদুলিল্লাহ ভাল। কিন্তু প্রতিটি মানুষের উপর আল কুরআন শিক্ষা ফরদ্ব। আপনি কি এ ফরদ্ব আদায় করেছেন? প্রশ্ন হলো আল কুরআন আরবী ভাষায় তাই আমি আল কুরআন পড়তেও মুখস্থ করতে পারি না। তাহলে আপনাকে জিজ্ঞাসা করতে চাই। আপনি ইংরেজী কিভাবে বুঝলেন? কম্পিউটার কি ভাবে শিখলেন? ইন্টারনেটে যাওয়ার রাস্তা কিভাবে পেলেন? আপনার কর্ম সংশ্লিষ্ট বিদ্যা আপনি কিভাবে শিখলেন? অবশ্যই আপনি বলবেন, এ বিষয় আপনি আপ্রাণ চেষ্টা করেছেন। তাহলে আসমান জমিনের স্রষ্টা, আপনার আমার জীবনের সৃজনকারী, দুনিয়া ও আখেরাতের মালিক আল্লাহর বিধান আল-কুরআন শিখার চেষ্টা করলেন না কেন? জেনে রাখবেন! আল্লাহর নিকট সবাইকে দাঁড় হতে হবে।[১০৯] সে দিন এসব অজুহাত কাজে আসবে না। কবরে যদি আপনি সঠিক উত্তর দিতে পারেন তবু আপনাকে জিজ্ঞাসা করা হবে আপনি কিভাবে এসব জানলেন? আর যদি উত্তর দিতে না পারেন তাহলে আপনাকে বলা হবে আপনি কেন পড়েননি? কেন আল-

১০৯. আল-কুরআন, সূরাহ আল-মুতাফ্ফীফিন (৮৩), আয়াত: ৬।

www.WaytoJannah.com

কুরআন পাঠ করেননি? উত্তর দিতে না পারলে বিপদে পড়বেন। আখেরাতের জীবন কষ্টকর হয়ে যাবে। আর আখেরাতের কল্যাণই চিরস্থায়ী ও উত্তম কল্যাণ। আখেরাতের জীবনই প্রকৃত জীবন। তাই আপনি যদি দুনিয়ায় শ্রেষ্ঠ মানুষ হতে চান ও আখেরাতে সুখী মানুষ হতে চান। তাহলে আল -কুরআন শিখুন। আল কুরআন বুঝুন। আল-কুরআন মুখস্থ করুন। আল কুরআন অনুযায়ী আমল করুন।

প্রস্তাবনা:

এ বিষয়ে জাতির প্রতি কয়েকটি প্রস্তাব প্রদত্ত হল:

* প্রতিটি মসজিদকে হাফিজী মাদরাসা হিসাবে গড়ে তোলা।

মাদ্রাসা, স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ে সুন্নাতি ক্বিরআতকে সিলেবাসভুক্ত করা।

* ইমামদেরকে বাধ্যতা মূলক সুন্নাতি ক্বিরআত মুখস্থ করানো।
* ইসলামী ফাউন্ডেশনের ইমাম প্রশিক্ষণে সুন্নাতী কিরআতকে বাধ্যতামূলক করা।

- প্রতিটি মসজিদে সুন্নাতি ক্বিরআত চালুর জন্যে গন সচেতনতা বৃদ্ধি করা।
- সুন্নাতি কিরআতকে ইসলামী আন্দোলনের কর্মীদের সিলেবাসভুক্ত করা ও মুখস্থর জন্যে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করা।
- বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে সাধারণ মুসলিমের আল-কুরআন মুখস্থর সাপ্তাহিক ক্লাশ খোলা।
- সুন্নাতী কিরআত এর উপর ইমাম প্রশিক্ষণ কোর্স চালু করা।
- রামাদ্বান মাসব্যপী আল-কুরআন শিক্ষা কোর্স চালু করা।

পরামর্শ:

পরিশেষে সম্মানিত পাঠকদের প্রতি আমি তিনটি পরামর্শ প্রদান করতে চাই।

* আজ থেকেই মুখস্থ শুরু করুন

আপনি অবশ্যই সিদ্ধান্ত নিবেন যে, মহাগ্রন্থ আল-কুরআন মুখস্থর ক্ষেত্রে আপনি কোন পর্যায়ে থাকতে চান। আপনি কি একটি করে আয়াত মুখস্থ পাঠ করে একটি করে জান্নাতের তালার মালিক হতে চান। সুন্নাতি কিরআত মুখস্থ করতে চান? মুখস্থ করে ভুলে যাওয়া আল-কুরআনকে আবার ফিরে আনতে চান। তাহলে আজ থেকেই মুখস্থ শুরু করুন। আপনি যদি অর্থসহ একটি করে আয়াত মুখস্থ করেন, তাহলে আঠার বছর পর আপনি সম্পুর্ণ অর্থসহ আল-কুরআনের হাফিজ হবেন। আর যদি মুখস্থ শুরু করে মারা যান তাহলে আল-কুরআন বহনকারী মহাসম্মান নিয়ে হাশরে উঠবেন। সুতরাং আজ থেকেই মুখস্থ শুরু করুন।

www.WaytoJannah.com

* অন্যকে মুখস্থ করার জন্যে উদ্বুদ্ধ করুন

অন্যকে মুখস্থ করার জন্যে উদ্বুদ্ধ করুন। এতে আপনি অনেক সওয়াব পাবেন। কারণ, কল্যানের পথ প্রদর্শক অনুসারীদের সমপরিমান সওয়াব পাবেন। যেমন আপনি কাউকে বললেন সূরাহ ইখলাস মুখস্থ করুন এবং সময় পেলেই দশ বার করে পাঠ করুন। এর বিনিময়ে প্রতি অক্ষরে দশটি সওয়াব ও প্রতি দশবার পাঠে জান্নাতে একটি ঘর পাবেন। এখন এ সংবাদ যতজনের কাছে যাবে এবং যত মানুষ আমল করবে তার সমপরিমান সওয়াব আপনি পাবেন। মনে করুন, আপনার নিকট থেকে প্রচার হয়ে যথাক্রমে একশত জন আমল শুরু করল। তাহলে আপনি দুনিয়ায় বসে থেকে একশতটি জান্নাত পাবেন। এভাবে যদি ভাল কাজের প্রচার ওআমলকারী একঝাক মানুষের নেটওয়ার্ক তৈরি করতে পারেন তাহলে কবর জীবনেও উপকৃত ইলম হিসাবে সওয়াব পাবেন। তাই অন্যকে মুখস্থ করার জন্যে উদ্বুদ্ধ করুন।

* আপনার দু'আর সাথে আমাকে শরীক করুন

আপনার দুআর সাথে আমাকে শরীক করুন। এতে আপনার ও লাভ আছে। রাসূল (সা.) বলেছেনকোন মুসলিম তার অনুপস্থিত ভাইয়ের জন্যে দু'আ করলে তা কবুল করা হয় এবং তার মাথার কাছে একজন ফেরেশতা নিযুক্ত করা হয়, যখনই সে ব্যক্তি তার ভাইয়ের জন্যে মঙ্গলের দু'আ করে তখন সে নিযুক্ত ফেরেশতা বলে, আমীন অর্থাৎ হে আল্লাহ কবুল করুন এবং তোমার জন্যে অনুরূপ। (অর্থাৎ তোমার ভাইয়ের জন্যে যা চাইলে, আল্লাহ তোমাকেও তাই দান করুন।[১১০]

হে আল্লাহ আমাদের সবাইকে আল-কুরআন বিশেষ করে সুন্নাতি কিরআত মুখস্থ করার ও সে অনুযায়ী ব্যক্তি, পরিবার ও সমাজ গঠন করার তাওফীক দান করুন। হে আল্লাহ এই প্রবন্ধটি একমাত্র তোমার সন্তুষ্টির জন্যে কবুল কর এবং এর বিনিময়ে সে দিন আমাকে, পাঠককে, প্রকাশক ও এর প্রচারকারীকে রক্ষা করিও

يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ . إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ

যেদিন ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি কোন কাজে আসবে না। কেবল (সাফল্য লাভ করবে) সে ব্যক্তি যে বিশুদ্ধ অন্তর নিয়ে আল্লাহর নিকট আসবে। (আমীন)

« سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ »

---

১১০. সহীহ মুসলিম হা/নং ৭১০৫; মুসনাদু আহমদ, হা/নং ২৮৩২৫।

www.WaytoJannah.com

- ✿ আপনি কি আল-কুরআনের অর্থ শিখতে চান?
- ✿ সুন্নতী ক্বির'আত শিখতে চান?
- ✿ আল-কুরআনের আলোকে আরবী ভাষা শিখতে চান?

তাহলে আসুন
কিউসেট
মেথড-এ

কুরআনিক স্টাডিজ এন্ড এ্যারাবিক (কিউসেট) ইন্সটিটিউট
পশ্চিম সুবিদ বাজার, সিলেট।
মোবাঃ ০১৯১৪-৯৪০৫৫৬

www.WaytoJannah.com

বইটি www.waytojannah.com

এর সৌজন্যে স্ক্যানকৃত|

বইটি ভালো লাগলে নিকটস্থ লাইব্রেরী থেকে ক্রয় করার প্রতি অনুরোধ করছি| কোন প্রকাশক বা লেখকের ক্ষতি করা আমাদের উদ্দেশ্য নয়| বরং বইটির বহুল প্রচার ও ইসলামের দাওয়াত প্রচারই আমাদের উদ্দেশ্য| নিকটস্থ লাইব্রেরীতে না পেলে আমাদের জানান | বইটি পেতে সাহায্য করা হবে| কোন পরামর্শ, অভিযোগ বা মন্তব্য থাকলে তা জানানোর জন্য অনুরোধ করা যাচ্ছে|

যোগাযোগ: pureislam4u@gmail.com

www.WaytoJannah.com